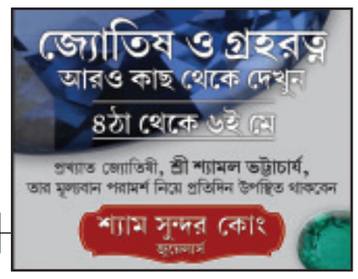

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 May, 2023 ■ আগরতলা ১৫ মে, ২০২৩ ইং ■ ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মোকার তান্ডবে লন্ডভন্ড কক্সবাজার সহ বাংলাদেশের বহু এলাকা, ১২ হাজারের বেশী ঘরবাড়ি তছনছ

● মনির হোসেন ●

ঢাকা, ১৪ মে।। ঘূর্ণিঝড় মোকার আঘাতে লন্ডভন্ড হয়েছে বাংলাদেশের কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে টেকনাফ ও উখিয়ায়। ঘূর্ণিঝড়ে এ দুই উপজেলায় ১২ হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার মধ্যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ১২০০ পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে। কক্সবাজার জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শাহীন ইমরান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ঘূর্ণিঝড় মোখার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেন্টমার্টিন ও টেকনাফ উপকূলীয় কয়েকটি এলাকা। এরই মধ্যে সেন্টমার্টিন দ্বীপের ১২০০ ঘরবাড়ি লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। এতে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন কয়েক হাজার মানুষজন।

তিনি বলেন, 'সাবরাং ইউনিয়ন, সেন্টমার্টিন ও শাহপরীর দ্বীপের কয়েক হাজার ঘরবাড়ি ও স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু ঘরবাড়ি পুরোপুরি, কিছু আংশিক

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনও বাতাস বইছে, কোথাও কোথাও গাছপালা ও কাঁচা বাড়িঘর ভেঙ্গে গেছে। তবে জলোচ্ছ্বাস হয়নি।

এর আগে বিকাল ৩টার দিকে সেন্টমার্টিন উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় মোখা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা আবহাওয়া অফিসের প্রধান আবহাওয়াবিদ আব্দুর রহমান। তিনি বলেন, বিকাল ৩টার দিকে সেন্টমার্টিন ও টেকনাফ উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড়টি। এতে ওসব এলাকার ঘরবাড়ি ও গাছপালাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো ভেঙে গেছে। তবে আঘাতের পর বড় বিপদের শঙ্কা কেটে গেছে। যা ক্ষতি হয়েছে, এর চেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির কথা জানিয়ে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপের সাবরাং ইউনিয়নের সদস্য আবদুস সালাম বলেন, আমার পুরো এলাকা নাফ নদ ঘেঁষা। এখানে ছয় শতাধিক ঘরবাড়ি। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে চার শতাধিক ঘরবাড়ি লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। এতে প্রায় দেড় হাজার মানুষজন আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন। তাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সরকারি সহায়তা দরকার। নাফ নদ তীরবর্তী জালিয়া পাড়ার বাসিন্দা চম্পা বেগম বলেন, ঝোড়ো বাতাস শুরু হওয়ার পর পরিবার নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে যাই। ঝড় শেষে ফিরে দেখি, ঘরবাড়ি তছনছ। আশপাশের সবার ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। এখন কোথায় আশ্রয় নেবো বুঝতে পারছি না। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরায় ত্রিপুরা সমৃদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ মে।। কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরায় ত্রিপুরা সমৃদ্ধ। চড়ক ও গাজন উৎসবের সঙ্গে বাঙ্গালীদের ঐতিহ্য যুক্ত রয়েছে। এখানে প্রায় সত্তর বছর ধরে এই গাজন উৎসব হচ্ছে। আজ উদয়পুরের কাকড়াবনে চড়ক মেলা ও গাজন উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

কাকড়াবনে চড়ক মেলা ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষের যে কোনও রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্যে কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরা কোনও অংশে কম নয়। রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। সংস্কৃতিই মানুষের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তির কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে, সচেতন থাকতে হবে। তিনি বলেন, শান্তি, সম্প্রীতি, সংস্কৃতি বজায় থাকলেই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। রাষ্ট্রবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রী সহ আটক কলেজছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। রাজাধানীতে নেশা কারবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে বহু কলেজ পড়ুয়া। অর্থ উপার্জনের সহজ মাধ্যম হিসাবে এই পথ বেছে নিচ্ছে তারা।

শনিবার রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে পূর্ব থানার পুলিশ চন্দ্রপুর আই এস বি টি থেকে ৩৪ গ্রাম হেরোইন সহ আটক করে রাজধানীর একটি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রকে। আটক নেশাকারবারী ছাত্রের নাম অমন চক্রবর্তী। বাড়ি রানীরবাজার এলাকায়। হাত খরচ চালাতে গিয়ে এই কলেজ ছাত্রটি নেশাকারবারের সঙ্গে জড়িয়ে পরে বলে পুলিশের অনুমান। রবিবার তাকে আদালতে সোপর্দ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক যান দূর্ঘটনায় তিন টিএসআর জওয়ান সহ গুরুতর আহত ১৩ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/তেলিয়ামুড়া/শান্তিরবাজার, ১৪ মে।। যান দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যতই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক না কেন, কিছুতেই তা বন্ধ করা যাচ্ছেনা। দিনের পর দিন ক্রমাগত যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি তৎসঙ্গে একে অপরকে ওভারটেক করার প্রতিযোগিতায় অকালে ঝরে যাচ্ছে কত নিষ্পাপ প্রাণ।

রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটায় চড়িলাম মনোফকিরের দরগা সংলগ্ন এলাকায় ওএনজিসির একটি পাইলট গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে গাড়িতে থাকা তিন জন টিএস আর জওয়ান গুরুতর আহত হন।জানা যায় ওএনজিসির পাইলট গাড়িটি আধিকারিক দের নিয়ে উদয়পুর থেকে আগরতলা যাচ্ছিল।আহত তিন টিএস আর জওয়ান কে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে আগরতলা হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিশালগড় থানার পুলিশ তৎসঙ্গে বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস। দুর্ঘটনায় আহত তিন টিএস আর জওয়ানের নাম বিশ্বেশ্বর সিং, কিশোর কুমার ,চন্দ্র মোহন ত্রিপুরা।

টমটম এবং স্কুটির সংঘর্ষে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় আহত শিশু, মহিলা, পুরুষ সহ মোট আটজন। ঘটনা শনিবার দুপুর নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন নেতাজি নগর এলাকায়। সংবাদে প্রকাশ, তেলিয়ামুড়া উত্তর মহারানীপুর সড়ক ধরে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল একটি টমটম সেই সময় নেতাজি নগর এলাকায় টমটমটির সঙ্গে একটি স্কুটির ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। যান দুর্ঘটনায় স্কুটিতে থাকা স্কুটির চালক যাত্রী সহ টমটমে থাকা লোকজনের আহত হয়। এই দুর্ঘটনার বিকট শব্দ পেয়ে ছুটে আসে এলাকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাধারঘাটে রহস্যজনক মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ মে।। তেলিয়ামুড়া করইলং এলাকার এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য। সেই সাথে সাথে এই মৃত্যু একরাশ প্রশ্নমালা ও তৈরি করেছে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, করইলং এলাকার শান্তি পাড়ার বাসিন্দা তপন দাসের পুত্র তুষার দাস আগরতলার বাধারঘাট এলাকায় তার পিসির বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে রবিবার সকাল নাগাদ তুষার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আগরতলার যেই বাড়িতে তার মৃত্যু হয়েছে সেই বাড়ির লোকেদের দাবি হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু হয়েছে তুষারের। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উগান্ডার রমনী পাচারকান্ডে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল বিশালগড় থানার পুলিশ

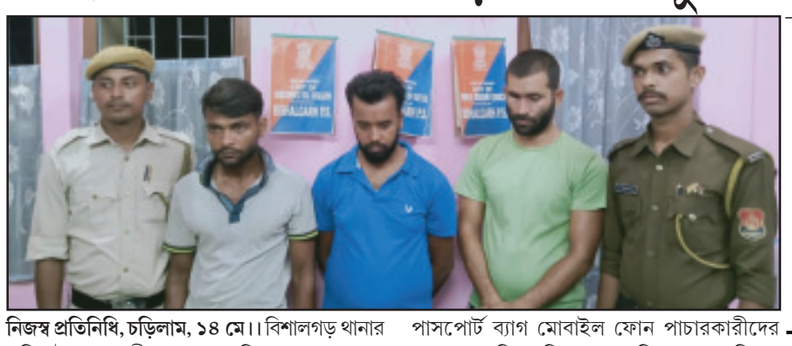

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ মে।। বিশালগড় থানার পুলিশ উগান্ডা রমনী পাচারকান্ডে তিনজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি মারুতি গাড়ি উদ্ধার হয়েছে। অন্যান্যদের আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। কুখ্যাত তিন নারী পাচারকারীকে জালে তুলেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। ধৃতরা হল আরাবুল রহমান, ইদ্দিশ মিয়া, মামন মিয়া। তাদের বাড়ি বিশালগড় রঘুনাথপুরে।

গত ৪ মে আফ্রিকার উগান্ডা নিবাসী মহিলাকে বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করেছিলো পাচারচক্রটি। ত্রিপুরা ভ্রমণে আসা বিদেশিনীকে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে এনে বিশালগড়ে আটকে রেখেছিল। মহিলা কোনক্রমে তাদের ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করে বিশালগড় থানায় আশ্রয় নেয়। মহিলার পাসপোর্ট ব্যাগ মোবাইল ফোন পাচারকারীদের হেফাজতে ছিল। বিশালগড় মহিলা থানা মহিলার বিরুদ্ধে পাসপোর্ট আইনে মামলা গ্রহণ করে। মহিলা বর্তমানে জেল হাজতে রয়েছে।

মামলার তদন্তকারী অফিসার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাহুল দাস তদন্ত শুরু করেন। তদন্তক্রমে অপরাধীদের চিহ্নিত করে। অবশেষে শনিবার পাচারকান্ডে যুক্ত তিন জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদের কেউ পাচারকারী, কেউ আশ্রয়দাতা এবং কেউ পরিবহনে সহযোগিতা করে।উগান্ডার মহিলার পাসপোর্ট ব্যাগ মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পাচার কাজে ব্যবহৃত মারুতি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী জানান ,একটি পাচারকারী চক্র সক্রিয় রয়েছে। আরও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাল থেকে রেশনে মিলবে প্যাকেটজাত গুঁড়া মশলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। রাজ্য সরকার গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে আগামী ১৬ মে থেকে লংতরাই'র মরিচ, হলুদ, জিরা ও ধনিয়ার প্যাকেটজাত গুঁড়া মশলা রাজ্যের মোট ২০৫০টি সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে প্রতিঘরে ভর্তুকিমূল্যে পৌঁছে দেওয়া হবে। ১৬ মে সকাল ১১টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৮ জেলার ৮ জন ভোক্তার হাতে মুখ্যমন্ত্রী প্যাকেটজাত গুঁড়া মশলা তুলে দেবেন। অনুষ্ঠানে আলোচনাচক্র ও মতবিনিময় সভাও অনুষ্ঠিত হবে। আজ গোর্খাবস্তীস্থিত খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের কনফারেন্সহলে দপ্তরের এক প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন খাদ্য, জনসংভরন ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

উপস্থিত ছিলেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, অধিকর্তা নির্মল অধিকারী, অতিরিক্ত অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা বিমিসার ভ-াচার্য, লংতরাই গুঁড়া মশলা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার রতন দেবনাথ, ত্রিপুরা সরকারি ন্যায্যমূল্য দোকান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনিয়ায় বন্ধের মুখে পানীয় জল সরবরাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ মে।। বিলোনিয়ায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুতপানীয় জল সরবরাহ। মুহুরী নদীতে বালুর ঘাট গড়ে তোলাকে দায়ী করছে জল সম্পদ দপ্তরের আধিকারিকরা। যার ফলে উদ্বিগ্ন এই দপ্তরের আধিকারিকরা। নদী থেকে বেলাগাম বালু তোলার কারণে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে নদীর গভীরতা।

বিলোনিয়া পুর এলাকা সহ কয়েকটি পঞ্চায়েতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছানোর জন্য বিলোনিয়া মনুরমুখ ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় মহুরী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমনে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় ৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। অন্যদিকে, ১০জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় র‍্যাপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭৩৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ০.৬৮ শতাংশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রা মথা নিয়ে বিস্ফোরক মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। গ্রেটার তিপ্রালান্ডের প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে মথার গোপন আঁতাতের বিষয়টি তুলে ধরে আগামী ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে বিষয় নিয়েও নিজের রাজনৈতিক মত ব্যক্ত করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার। আজ এক বেসরকারি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় এই বিষয়টি উঠে এসেছে। গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড নিয়ে তার বক্তব্যের মধ্যে উঠে এল, এর বিশ্লেষণ তাদের দলের লোকেরাই দিতে পারবেন না এবং এই বিষয়ে পরিষ্কার নয়। তাহলে অন্যদের কিভাবে এই বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবেন? এ নিয়ে আলোচনা এবং সমালোচনার ঝড় যে রাজ্যে বইছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এনিয়ে তিনি বলেন, আমার নতুন করে বলার কিছু নেই। কারণ ভোটের আগে রাজ্য রাজনীতিতে যে সরগরম হয়ে উঠেছিল তা যে দিন দিন ভাটার দিকে যাচ্ছে তার জনগণের কথা থেকেই পরিষ্কার বলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এও বলার চেষ্টা করছেন মাথার সুপ্রিমো কখন কোনটা গ্রহণ করবেন এটা তার পক্ষে বলা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। যদিও তিনি বলেন এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার এ বিষয়ে আমার বলা ঠিক হবে না। তবে ভোটের আগে তারা যে কৌশল গ্রহণ করেছে তা জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। নিজেদের দাবি পূরণের জন্য বিজেপির উপর চাপ সৃষ্টি করে জয় হাসিল করা। বিজেপি বিরোধী কথা বলে ভোটের বাজারকে গরম করা , একইসঙ্গে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে জনগণের সহানুভূতি আদায় করা এই বিষয়গুলি বারবার উঠে এসেছিল নির্বাচনের মুখে রাজনৈতিক প্রচারে।

এইসব কিছু মানুষ বুঝতে পারলেন ভোটের পরেই। কারণ বিজেপি সঙ্গে মথার যদি গোপন আঁতাত না হত তাহলে রাজ্যে বিজেপি সরকার আসা যে কঠিন ছিল তাতে দল বুঝতে পেরেছে সাধারণ মানুষের কাছেও জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। কারণ প্রকাশ্যে আসন সমঝোতা হলে বিজেপি ও মার খেতো মাথা ও ভরাডোবি হতো। দিন দিন এই বিষয়গুলি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে মানুষের কাছে এমনটাই বললেন তিনি। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিরিখে তিনি বললেন এর পেছনে কি হতে পারে? ভোটের আগেও যখন আমাদের দলের তরফ থেকে রাজ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আহ্বান রাখা হয়েছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠন করার লক্ষ্যে যেভাবেই হোক বিজেপি বিরোধী শক্তি গুলি একজোট হয়ে নির্বাচনে লড়াই করা। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দলের তরফ থেকে একটি আবেদন পত্র পাঠানো হয়েছিল কংগ্রেস এবং ত্রিপুরা মথার কাছেও। বামপন্থী পাঁচটি রাজনৈতিক দল ছাড়াও কংগ্রেস সে আবেদন পত্র নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিল। সেই আবেদনপত্র মথার নেতৃত্বে কাছেও পাঠানো হয়েছিল।

জোট নয়, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯▫ সংখ্যা ১১১ ▫ ১৫ মে ২০২৩ইং ▫ ৩১ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মাতৃ দিবস আত্ম অনুসন্ধানের দিন

বিশ্বজুড়িয়াই আজ পালন হইয়াছে মাতৃ দিবস। কাছে থাক কিংবা দূরে, মা সব সময় থাকেন আমাদের মনে।আজ যতই মায়েদের দিন হোক না কেন কর্তব্য থেকে কিন্তু তাঁহাদের কোনও ফাঁকি নাই। সকালে উঠিয়া বাড়ির কাজ, সবার ব্রেকফাস্ট, রান্না, সপ্তাহের যাবতীয় কাচাকুচি, বাজারের লিস্ট মিলাইয়া নিয়া তবে তাঁহারা বিশ্রাম নেওয়ার মত একটু সুযোগ পান। বাড়ির সবাই যখন আনন্দে মাতিয়া থাকেন তখন সেই সবকিছুর মধ্যে থেকে একটুখানি আড়াল খুঁজিয়া নিয়া মা ব্যস্ত হইয়া পড়েন সন্তানকে খাওয়াইতে কিংবা ঘুম পাড়াইতে। শুধুমাত্র সন্তানের সাফল্য দেখিতে চান বলিয়া নিজের আনন্দ, নিজের পছন্দকে বাক্সবন্দি করিয়া রাখেন। সন্তানের মধ্যেই নিজেকে বাঁচাইয়ায়ে রাখিতে চান। তাই রোজকার মান-অভিমান, ঝামেলা-ঝাটির পর্ব মিটাইয়া দিনের শেষে সেই মায়ের কাছেই ফিরিয়া আসে। একমাত্র মা-ই কখনও নিজের সন্তানকে ফিরাইয়া দেন না। বরং এবড়োখেবড়ো রাস্তায় পথ চলিতে গিয়া হোঁচট খাইলে নিজ দায়িত্বে সন্তানকে ফিরাইয়া নিয়া আসেন। আর তাই মায়ের কাজকে সম্মান জানাইতেই মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার পালন করা হয় মাতৃ দিবস। সব দিনই মাতৃ দিবস। তবুও কেনও এই বিশেষ দিনটি বাছিয়া নেওয়া হয় জানেন কি?মাতৃ-দিবস উদযাপন প্রথম শুরু হয় আমেরিকায়। ১৯০০ সাল থেকে। অবশ্য নানা দেশের পুরাণেও উল্লেখ রহিয়াছে এই বিশেষ দিনটির। আনা জার্ভিস নামের এক মহিলা তাঁহার মাকে সম্মান জানাইতে এই দিনে গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এরপর ১৯২৪ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন দিনটিকে মাতৃ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এখান থেকেই বিশ্বজুড়িয়া এই বিশেষ দিনের উদযাপন শুরু হয়। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এই সব বিশেষ দিন উদযাপনে আগ্রহ বাড়িয়াছে। মায়েদের জন্য বিভিন্ন দোকানে যেমন কেনাকাটায় চলে প্রচুর ছাড় সেই সঙ্গে কিছু সংস্থা আয়োজন করে বিশেষ অনুষ্ঠানের। রেস্তোরাঁতে থাকে স্পেশ্যাল মেনু, কেউ বানান মায়ের পছন্দের বিভিন্ন ডিশ, ফুল, ব্যাগ, শাড়ি, গয়না এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপহারে ভরাইয়া দেন মায়ের ঝুলি। অনেকে আবার মা'কে নিয়া ঘুরিতেও যান বিশেষ এই দিনে।১৯০৮ সালে আন্না জার্ভিস নামের এক ব্যক্তি প্রথম মাদার্স ডে উদযাপন করিয়াছিলেন। পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় নিজের মায়ের স্মৃতি রক্ষায় বিশেষ এই দিনটি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এরপর থেকে পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় এই দিনটি মাতৃ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এমন নানা ইতিহাস রহিয়াছে মাতৃ দিবসকে কেন্দ্র করিয়া। আজ মা'-কে বিশেষ ভাবে কাছে পাওয়ার দিন। আজ কাজ থেকে ছুটি দিন মা'কে। সুযোগ দিন সন্তান সুখ তারিয়ে উপভোগ করিবার।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইল ,যে মা কুলে পিঠে করিয়া জীবন যৌবন উজাড় করিয়া দিয়া সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করিয়া তোলেন সেই সন্তানেই আজকালকার দিনে মা-বাবাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে। তাহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। প্রত্যেক মা-বাবা সন্তানকে মানুষ করিয়া তোলেন অন্তত শেষ বয়সে সন্তানের কাছ থেকে সামান্য টুকু স্নেহ ভালবাসা ও যত্ন পাওয়ার জন্য। অথচ তথাকথিত নিউক্লিয়াস ফ্যামিলিতে বৃদ্ধ মা বাবারা আজ বঞ্চনা অবহেলা তিতিক্ষার শিকার। গোটা দেশ গোটা বিশ্বজুড়িয়াই বৃদ্ধি পাইতেছে ওল্ড ইজ হোম বা বৃদ্ধাশ্রম। এর একমাত্র কারণ সন্তানের কাছ থেকে বৃদ্ধ পিতা-মাতা উপেক্ষিত। একমুঠো আহার ,শারীরিক সুস্থতার জন্য সামান্যতম ওষুধ প্রত্যাশা করাটাও যেন অনেক বৃদ্ধ মা বাবার কাছে এই স্বার্থান্বেষী সমাজ ব্যবস্থায় অপ্রত্যাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আজকের এই মাতৃ দিবসে এসব বিষয় নিয়া প্রত্যেককেই অনুধাবন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আজ যাহারা যুবক ভবিষ্যতে তিনি নিজেও বৃদ্ধ হইবেন। আর তখন তাহার সন্তান যুবক কিংবা যুবতী থাকিবে। স্বাভাবিক কারণেই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রাখিয়া মা-বাবার প্রতি নিজের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে নিজেকে সচেতন থাকিতে হইবে। তাহা হইলেই মাতৃদিবস পালনের সার্থকতা মিলিবে।

আইএসসি-তে দেশে প্রথম পশ্চিমবঙ্গের ২ জন, পাশের হার ৯৬.৯৩ শতাংশ

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : আইএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট এগজামিনেশন (সিআইএসসিই)। এবার দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছেন কলকাতার হেরিটেজ স্কুলের মেয়ে মান্য গুপ্ত এবং ভক্তিনগরের সেন্ট জোসেফ স্কুলের ছেলে শুভম কুমার আগরাওয়াল। যে তালিকায় আছেন বাঙালি মেয়ে ইপ্সিতা ভট্টাচার্যও। তবে মহারাষ্ট্রের থানের স্কুলে পড়াশোনা করতেন তিনি। সবমিলিয়ে প্রথম হয়েছেন পাঁচজন। পাশের হার ঠেকেছে ৯৬.৯৩ শতাংশে।

চলতি বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত আইএসসি পরীক্ষা হয়েছিল। আগেভাগেই সব স্কুলের প্রিন্সিপালদের পাঠানো চিঠিতে কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট এগজামিনেশনের (সিআইএসসিই) চিফ এক্সিকিউটিভ এবং সচিব জেরি অ্যারাথন জানিয়েছেন, দুপুর তিনটেয় রেজাল্ট প্রকাশিত হবে। সেইমতো আজ দুপুর তিনটেয় আইসিএসই রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে। বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ত্ত্বস্ত্বত্র.দ্রন্ত এবং ন্ত্রস্ত্বস্তঠ্ঠ.ত্ত্বস্ত্বত্র.দ্রন্ত্বথেকে নিজেদের রেজাল্ট দেখতে পারবেন। এবার আইএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ৯৬.৯৩ শতাংশ। দশম শ্রেণির মতো দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ছেলেদের ছাপিয়ে গিয়েছেন মেয়েরা। ছেলেদের পাশের হার ৯৫.৯৬ শতাংশ। মেয়েদের পাশের হার ৯৮.০১ শতাংশ। আইএসসি-তে প্রথম হয়েছেন মোট পাঁচজন - রিয়া আগরওয়াল, ইপ্সিতা ভট্টাচার্য (বাঙালি হলেও মহারাষ্ট্রের থানের সুলোচনাদেবী সিংহানিয়া স্কুলের ছাত্রী), মহম্মদ আরিয়ান তারিক, শুভম কুমার আগরওয়াল (ভক্তিনগরের সেন্ট জোসেফ স্কুলের ছেলে) এবং মান্য গুপ্ত (কলকাতার হেরিটেজ স্কুলের মেয়ে)।

এবার আইএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন ৫১,৭৮১ জন ছাত্র। ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪৬,৭২৪। মোট ৪৯,৬৮৭ জন ছাত্র এবং ৪৫,৭৯৬ জন ছাত্রী পাশ করেছেন। অঞ্চলভিত্তিক ফলাফল: উত্তর ভারতে পাশের হার ৯৬.৫১ শতাংশ। পূর্ব ভারতে পাশের হার ৯৬.৬৩ শতাংশ। পশ্চিম ভারতে পাশের হার ৯৮.৩৪ শতাংশ। দক্ষিণ ভারতে পাশের হার ৯৯.২ শতাংশ। দেশে তৃতীয় হয়েছেন কলকাতার জিডি বিড়লা স্কুলের শুভশ্রী সাহু।

আইসিএসই-তে পাশের হার প্রায় ৯৯ শতাংশ, দেশে প্রথম বর্ধমানের সম্বিত মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : রবিবার প্রকাশিত হল সিআইএসসিই বোর্ডের আইসিএসই (দশম)—এর পরীক্ষার ফলাফল। এবার আইসিএসই পরীক্ষায় পাশের হার ৯৮.৯৪ শতাংশ। দেশে মোট ন'জন প্রথম হয়েছে। তাদের মধ্যে আছে পূর্ব বর্ধমানের সেন্ট জেভিয়ার্সের স্কুলের ছাত্র সম্বিত মুখোপাধ্যায়।

চলতি বছর ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত আইসিএসই পরীক্ষা হয়েছিল। আগেভাগেই সব স্কুলের প্রিন্সিপালদের পাঠানো চিঠিতে কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট এগজামিনেশনের (সিআইএসসিই) চিফ এক্সিকিউটিভ এবং সচিব জেরি অ্যারাথন জানিয়েছেন, দুপুর তিনটেয় রেজাল্ট প্রকাশিত হবে। সেইমতো আজ দুপুর তিনটেয় আইসিএসই রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে। এবারের আইসিএসই পরীক্ষায় পাশের হার ৯৮.৯৪ শতাংশ। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ফলাফল ভালো হয়েছে।

স্টিফেন হকিংয়ের চূড়ান্ত তত্ত্ব

জনরঞ্জন গোস্বামী

স্টিফেন হকিং ছিলেন আধুনিক যুগের বিখ্যাত বিজ্ঞানী। পাঁচ বছর আগে তিনি মারা গেলেও এখনও তাঁর নাম শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সম্ভ্রম জাগায়। তাঁর চরিত গ্রন্থ 'A Brief History of 'Time' (১৯৮৮), পৃথিবীর একটি 'বেস্টসেলার' হিসাবে স্বীকৃত। পদার্থবিদ্যা নিয়ে কোনও বই কখনও এই বইটির মতো জনপ্রিয় হয়নি। কিছুদিন আগে হকিংয়ের কাজের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী টমাস হারটগ (Thomas Hertog) ('On the Origin of Time') নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, এই গ্রন্থে তিনি হকিংয়ের সৃষ্টিতত্ত্ব বা Cosmology নিয়ে চূড়ান্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে আছে বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর বর্ণনা, সবাই যার ভাষা ও উপস্থাপনা কৌশলের প্রশংসা করেছেন। কসমোজিস্টদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তা হল, এই মহাবিশ্বের কী কোনও আরম্ভ আছে। হকিং এ প্রশ্নটি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর নানা দোলাচলও লক্ষ্যণীয়।

১৯৩০ এর দশকে আধুনিক কসমোলজি বা মবাহিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে নানা আলোচনা প্রস্ফূটিত হতে থাকে। এই দশকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত জানলেন বা উপলব্ধি করলেন যে মহাবিশ্ব সদা প্রসারমান। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে দুটি তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক শুরু হল। একটি হল স্টেডি স্টেট থিয়োরি (Steady State Theory) বা স্থির-স্থিতিতত্ত্ব, যেখানে বলা হয় মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে আছে। অপর তত্ত্বটি হল বিগ ব্যাং থিয়োরি যেখানে বলা হয় মহাবিশ্ব এক বিন্দুসম অবস্থা থেকে প্রসারিত হয়ে অনন্ত আকৃতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

১৯৬০ এর দশকে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন আবিষষ্কার হলে বিগ-ব্যাং তত্ত্বের সমর্থনে নানা তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গলে এবং এই তত্ত্বটি একটা শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু কিছুদিন পরেই সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হল এবং বিগ ব্যাং থিয়োরির কিছু সীমাবদ্ধতা বা অসঙ্গতি নজরে এল বিশেষ করে যখন হকিং এ বিষয়ে মুখ খুলতে শুরু করলেন।

১৯৮১ সালে মহামান্য পোপের ভ্যাটিকানের পন্টিফিকাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে কসমোলজি নিয়ে এক আলোচনাসভা বসেছে। নানা বিজ্ঞানীর মধ্যে হকিংও সেখানে উপস্থিত। তিনি তাঁর বক্তৃতায় দাবি করলেন, মহাবিশ্বের সৃষ্টির কোনও 'মুহূর্ত' বলে কিছু নেই। অব্যাং 'সৃষ্টির' কোনও 'আরম্ভ' নেই। তিনি যা প্রস্তাব করলেন তা দিয়ে কসমিক ইনফ্লেশন (Cosmic infation) তত্ত্বসহ বিগ ব্যাং তত্ত্বের আরও কিছু অসঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল (গাণিতিক/ তাত্ত্বিক জটিলতার জন্য তার বিবরণ দেওয়া হল না)। হকিংয়ের প্রস্তাব থেকে সিদ্ধান্ত টানা গেল যে আমাদের মহাবিশ্ব অনেক মহাবিশ্বের (multiverse) মধ্যে কোনও একটি (multiverse) এর অংশমাত্র। কিন্তু পরে নানা অনুশীলন, চর্চা, গাণিতিক হিসেবের ভেতর দিয়ে গিয়ে তিনি তাঁর তত্ত্বের পরিবর্তন করেন। ২০১৬ সালে ভ্যাটিকানের পন্টিফিকাল অ্যাকাডেমিতে এক সভায় তাঁর মত পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। এবার তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সৃষ্টির একটি মুহূর্ত থাকা সম্ভব'। এবার তিনি আর মহাবিশ্বকে মাল্টিভার্সের অংশ হিসেবে ভাবছেন না। ('On the

Origin of Time') গ্রন্থে কিছুটা আমাদের বোধগম্য ও কিছুটা রূপকের ভাষায় এ সমস্তই আলোচনা করা হয়েছে। হারটগের কাছ থেকে জানা যায়, অসুস্থ হকিংকে তাঁর চিকিৎসকরা ভ্যাটিকান যেতে অনুমতি দেন, যখন তাঁরা জানতে পারেন যে পোপের সঙ্গে হকিংয়ের বৈঠক হবে। হকিংয়ের মতামতে পোপের কোনও ভূমিকা ছিল? উত্তর জানা নেই। এবার হকিং যখন Inflation Theory -র উপর বক্তৃতা করেন তখন এই তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা কসমোলইজস্ট আন্দ্রেই লিন্ডে সভায় উপস্থিত থেকে সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতাটি রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বক্তৃতার মাঝপথে লিন্ডে অনুধাবন করতে পারেন যে হকিং বাতিল করে দিচ্ছেন লিন্ডের তত্ত্ব। হকিংয়ের চূড়ান্ত তত্ত্বটি বুঝতে গেলে জটিল অঙ্কের সাহায্য দরকার, সাধারণ জ্ঞান দিয়ে তা বুঝতে পারা যাবে না। এই বুঝতে চেষ্টা করার রাস্তাটার সঙ্গে জেন দর্শনের কোয়ানের সাদৃশ্য আছে। যেমন হকিংয়ের তত্ত্বে বলা হচ্ছে, "এখন একটা সময়ের কথা বলা হচ্ছে, যখন 'সময় বলে কিছু ছিল না'। মহাবিশ্ব নিয়ে হকিংয়ের তত্ত্বকে হারটগ • 'holographic' বলে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজি hologram শব্দটির অর্থ হল কোনও ছবি যা অর্থহীন প্যাটার্নে থাকে যদি নাসেটি ঠিকঠাক মতো আলোকিত (illuminated) করা যায়। আর মহাবিশ্বকে বলা হয়েছে 'a four dimensional membrane in a five dimensional space'। তাছাড়া এই সত্য এক বিরাট গুপ্ত বাস্তবতার এক ছোট অংশ। এটিই হকিংয়ের চূড়ান্ত তত্ত্ব এবং এটি চূড়ান্তভাবে দুর্বোধ্য। চূড়ান্ত তত্ত্বের আরও কয়েকটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। হারটগের অভিমত হকিংয়ের তত্ত্ব "বিশ্বকে দেখার ও বিচার করার এক নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দেবে এবং মানুষের জ্ঞানচর্চা ও সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাবে।' হারটগের গ্রন্থের একটি অস্বস্তিকর বিষয় হল হকিংকে দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করা। এই পুজো করতে বসে হকিংকে বলেছেন 'a postle of science' (অতুলনীয় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ), আমার দেখা সবচেয়ে বেশি মুক্তমনের মানুষ, যার কণ্ঠে যেন 'Oracle of Delphi' প্রকাশিত হয়, তিনি যেন miracle বা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবের প্রাঙ্গণে, যেখানে নিউটন, ডারউইনের সমাধি, তার পাশেই হকিংয়ের সমাধি। ভাগ্যিস কফিনবদ্ধ হকিং হারটগের এসব মন্তব্য শুনতে বা জানতে পারেননি। এসব কথা তার চরিত্রের সঙ্গে যেমন মেলে না তেমনি অন্যদের প্রতিও অবিচার করা হয়। যেমন মনে করা যাক জেকব বাফেনস্টাইনের কথা যিনি ব্ল্যাকহোলের এনট্রপি নিয়ে অসাধাণণ কাজ করেছেন। হকিং তাঁর বক্তব্য বা তত্ত্বকে প্রথমে বাতিল করে দিলেও, পরে সেটিউ তার তত্ত্বের কেন্দ্রে স্থান পায়। হকিং যে প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য সাহায্য পেয়েছিলেন তার সবিশেষ উল্লেখ হারটাগ করেননি। এ বিষয়ে ২০১২ সালে হেলেন মিয়ালিট 'Hawking Incorporated' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। হারটাগ ও হিকং দু'জনেই দার্শনিকদের পছন্দ করতেন না। উল্লেখ করা যায়, বিঞ্জানীরা প্রাকৃতিক জগত নিয়ে ভাবেন আর বিজ্ঞানের দার্শনিক ভাবেন বজ্ঞানীরা কীভাবে প্রাকৃতিক জগতকে নিয়ে ভাবেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের জন্য কতটা ভয়ের

বিশেষ প্রতিবেদন।। আমরা মানুষের সব কাজকে কি স্বয়ংক্রিয় করে ফেলব? আমরা কি এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করব, যা আমাদের ছাড়িয়ে যাবে বা আমাদের চেয়েও উন্নত হবে? আমরা কি আমাদের সভ্যতার নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঝুঁকি নেব? গত মাসে ফিউচার অব লাইফ ইনস্টিটিউট নামের একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) একটি খোলা চিঠিতে এসব প্রশ্ন তোলা হয়।

বেসরকারি সংস্থার চিঠিতে উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) উন্নয়ন ছয় মাস বন্ধ রাখার অনুরোধ জানানো হয়। এতে ইলন মাস্কের মতো বিশ্বের বড় বড় প্রযুক্তি উদ্যোক্তা, গবেষক ও বিজ্ঞানীরা স্বাক্ষর করেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি জনমনে কতটা উদ্বেগ তৈরি করেছে, তার সবচেয়ে বিশিষ্ট উদাহরণ এটি। উদ্বেগের কারণ হচ্ছে, নতুন লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের (এলএলএমএস) দ্রুত উন্নয়ন। এই এলএলএমএস মূলত চ্যাটজিপিটির মূল ইঞ্জিন। মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ের তৈরি চ্যাটজিপিটি ইতিমধ্যে প্রযুক্তি—বিশ্বে সাড়া ফেলেছে। এটির অপ্রত্যাশিত প্রতিভা ইতিমধ্যে এর নির্মাতাকেও বিস্মিত করেছে। চ্যাটজিপিটির সক্ষমতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধাঁধার সমাধান, কম্পিউটার কোড লেখা থেকে শুরু করে ফিল্ম শনাক্ত করাসহ অনেক কিছুই।

চ্যাটজিপিটিতে ব্যবহৃত ভাষার মডেলগুলো কম্পিউটারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে রূপান্তরিত করে। এআই প্রযুক্তি উন্নয়নের সমর্থকদের যুক্তিএ প্রযুক্তি নতুন ওষুধ তৈরি করে বড় সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। নতুন নতুন উপাদান তৈরি করছে, যাতে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের পক্ষে লড়তে পারি। জটিল ফিউশন শক্তির সমস্যা সমাধানের পথ দেখাচ্ছে। তবে ভিন্নমত পোষণকারী মানুষেরও অভাব নেই। তাঁদের মতে, এআই নির্মাতাদের ঝুঁকি বোঝার সক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এআইয়ের ক্ষমতা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় মারাত্মক ঝুঁকির আশঙ্কাও দেখছেন তাঁরা। এআই ঘিরে যে উত্তেজনা ও আশঙ্কা ছড়িয়েছে, তার কারণ এর সুযোগ ও ঝুঁকির বিষয়টি এখন বিবেচনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতিতে গবেষকেরা বলছেন, অন্যান্য শিল্প খাত ও অতীতে প্রযুক্তি রূপান্তরের সময় থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আরও সক্ষম করতে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে? কতটা ভয় পেতে হবে? সরকারকে কী করতে হবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে দেখতে হবে। ইকোনমিস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এলএলএমএসের ভবিষ্যৎ গতিপথ খতিয়ে দেখা হয়েছে। এক দশক আগেই আধুনিক এআই সিস্টেমের ঢেউ শুরু হয়েছিল। ওই সময় ছবি শনাক্ত বা বার্তা অনুবাদ করতে পারত এটি। কিন্তু এখন এআই আরও উন্নত হয়েছে। একে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। অনলাইনের বিশাল তথ্যভান্ডার থেকে থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও উন্নত হয়ে উঠতে পারে এই সিস্টেম। গত বছরের নভেম্বরে চ্যাটজিপিটি উন্মুক্ত হওয়ার পর থেকে এর সক্ষমতা সম্পর্কে ইতিমধ্যে মানুষের ধারণা জন্মেছে। চ্যাটজিপিটি উন্মুক্ত হওয়ার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই ১০ লাখের বেশি মানুষ এটি ব্যবহার করেন। দুই মাসে ১০ কোটি ব্যবহারকারী এটি ব্যবহার করেন। স্কুলের রচনা লেখা থেকে শুরু করে বিয়ের ইচ্ছাপত্রেও এটি ব্যবহৃত হতে শুর করেছে। চ্যাটজিপিটির জনপ্রিয়তার কারণে মাইক্রোসফট তাদের বিং সার্চ ইঞ্জিনেও এটি যুক্ত করে। মাইক্রোসফটের দেখাদেখি গুগলও এ পথে হাঁটতে শুরু করেছে। মানুষের বিলুপ্তির কারণ হবে এআই? যন্ত্র মানুষের চাকরি কেড়ে নেবেএ আশঙ্কা শতাব্দীপ্রাচীন। এখন পর্যন্ত নতুন প্রযুক্তি নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। যন্ত্র কিছু কাজ করতে পারে। তবে সব কাজ পারে না। তাই যন্ত্র যেসব কাজ পারে না, সে ক্ষেত্রে কর্মীর চাহিদা বেড়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কি সেই চিত্র আলাদা হবে? কিছু চাকরির ক্ষেত্র হয়তো বন্ধ হবে। তবে এখন পর্যন্ত তার কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি। আগের অনেক প্রযুক্তি অদক্ষ কাজের কিছু ক্ষেত্র বদলেছে। কিন্তু এলএলএমএস এখন কিছু দক্ষ কর্মীদের কাজ কেড়ে নিতে পারে। এর মধ্যে থাকতে পারে কোনো নথির সারমর্ম বের করা ও কোড লেখা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানব অস্তিত্বের জন্য হুমকি হবে কি না, তা নিয়ে এখনো বিতর্ক হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা এখানে বিভক্ত মতামত দিচ্ছেন। গত বছর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষকদের মধ্যে চালানো এক জরিপ চালানো হয়। তাতে ৪৮ শতাংশ গবেষক মত দেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার খুব খারাপ প্রভাব ১০ শতাংশ আশঙ্কা রয়েছে। তবে ২৫ শতাংশ গবেষক মনে করেন, মানব অস্তিত্বের জন্য এআই ঝুঁকি হতে পারেএমন হার শূন্য।

অন্যান্য গবেষক মনে করেন, ঝুঁকির হার ৫ শতাংশ। তবে আশঙ্কার বিষয়টি হচ্ছে, উন্নত এআই সিস্টেমে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যেমন বিষাক্ত কোনো কিছু বা ভাইরাস ছড়ানো বা মানুষকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করার মতো পথ বেছে নিতে পারে। গবেষকদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতের এআইয়ের নিজের উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এসব উদ্দেশ্য এর নির্মাতাদের চেয়ে পৃথক কিছু হয়ে উঠতে পারে। এসব আশঙ্কা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ ধরনের উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে বর্তমান প্রযুক্তি থেকে অনেক উন্নত হতে হবে এআইকে। এ থেকেই এআই নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সামনে আসতে শুরু করেছে।

এখন এআই পক্ষপাত, গোপনীয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে উদ্বেগ বাড়িয়ে চলেছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ আরও বাড়বে। আরও সমস্যা সৃষ্টি হবে। মূল বিষয় হলো, ঝুঁকি মূল্যায়ন করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতিশ্রুতির ভারসাম্য বজায় রাখা ও মানিয়ে নিতে প্রস্তুত হওয়া। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পদ্ধতি নিচ্ছে। যুক্তরাজ্য যেমন 'লাইট টাচ' নামের নীতি গ্রহণ করছে। এটি কোনো কঠোর নীতি নয়। তাদের এ নীতিমালার আওতায় বর্তমান আইনকানুন দিয়েই এআই নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এতে এ ক্ষেত্রে তাদের বিনিয়োগ বাড়বে এবং তারা এআই ক্ষেত্রের পরাশক্তি হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। যুক্তরাজ্যের মতোই নীতি যুক্তরাষ্ট্রের। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ ক্ষেত্রে কঠোর নীতির পথে হাঁটছে। এআইয়ের ঝুঁকি বিবেচনায় তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন আইন করার কথা ভাবছে।

পরমাণু বোমা নয়, মানব সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হবে যন্ত্রের বুদ্ধি

বিশ্বদীপ দে।। অনুষ্ঠানটা ছিল নিছকই একটা কমেডি ধাঁচের লেট নাইট শো। কেউ ভাবতেও পারেননি এমন অনুষ্ঠানে এক ভয়ংকর আশঙ্কার কালো ছায়া এভাবে ফুটে উঠবে! অনুষ্ঠানের সেদিনের অতিথিকে নানারকম প্রশ্ন করছিলেন উপস্থাপক অলিভার। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রসঙ্গ উঠলে সেই অতিথি জানিয়ে দেন নিজের আশঙ্কার কথা। বলেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের রণেই নাকি বিলুপ্তি ঘটতে পারে মানব সভ্যতার! তাঁর মুখ থেকে এই কথা শুনে সকলেই শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কেননা কথাটি কোনও রাম-শ্যাম-যদু কিংবা টম-ডিক-হ্যারির নয়, এই বক্তব্য স্বয়ং স্টিফেন হকিং-এর কিংবদন্তি বিজ্ঞানী আর নেই। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে ক্রমেই বাড়তে থাকা এআই-এর দাপটের মধ্যে যেন বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে তাঁর সতর্কবার্তা।

ওই একবারই নয়। 'লাস্ট উইক টুনাইট' নামের সেই অনুষ্ঠান কয়েক মাসের মধ্যেই বিবিসির সঙ্গে কথোপকথনের সময়ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছিলেন হকিং। দাবি করেন, "আপনারা যদি বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরি করতে থাকেন, একদিন তা আমাদের অস্তিত্বের জন্যই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।" হকিংয়ের সাফ কথা ছিল, কোনওদিন এমন এআই প্রোগ্রাম যদি বানিয়ে ফেলা যায়, যার চৈতন্য মানুষের চৈতন্যের সমকক্ষ, তাহলে অচিরেই তা মানুষকেও ছাপিয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কেননা যন্ত্রেরা যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে তারা সহজেই অনেক কিছু শিখে যেতে থাকবে, এবং তা কাজে লাগিয়ে নিজেদের আরও উন্নত করে ফেলবে। তাদের বিবর্তন হবে খুব দ্রুত। তুলনায় মানুষের বিবর্তন যেহেতু অনেক ধীরগতিতে হয়, তাই তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। এটা ২০১৪ সালের ঘটনা। পরের বছর, ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসেই হকিং-সহ সারা বিশ্বের খ্যাতিমান এআই বিশেষজ্ঞরা একটি খোলা চিঠি লেখেন। হকিং ছাড়া বাকিদের মধ্যে সবথেকে পরিচিত মুখ ছিল এলন মাস্কের। সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থেকে সমাজ নিঃসন্দেহে বিরাট লাভবান হতে পারে। কিন্তু তবুও একে নিয়ে বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। খুঁটিয়ে দেখতে হবে এর ফলে কী কী ক্ষতি হতে পারে। সেই সময় 'ফিউচার অফ লাইফ ইনস্টিটিউট' নামের যে সংস্থা সভ্যতার ক্ষেত্রে যা ঝুঁকিপূর্ণ তাকে প্রশমিত করা নিয়ে কাজ করে সেই সংস্থার বোর্ডে ছিলেন হকিং-মাস্করা। এরপর কেটে গিয়েছে আটটি বছর। রোবট আর ছেলেছোকরার মন ভোলানো 'কলের পুতুল' নেই। বরং তারাই মানুষকে পুতুল বানিয়ে ফেলতে পারে অদূর ভবিষ্যতে, এমন আ

কর্ণাটকে মধ্যরাতে গণনায় ১৬ ভোটে জয়ী বিজেপি প্রার্থী, আদালতে যাবে কংগ্রেস

বেঙ্গালুরু, ১৪ মে (হি.স.) : কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের বেঙ্গালুরুর জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রে মধ্যরাতে গণনার শেষে ১৬ ভোটে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী সিকে রামমূর্তি। বেঙ্গালুরুর এসএসআরএমভি পিইউ কলেজে ভোট গণনা চলছিল জয়নগর কেন্দ্রের। শনিবার প্রথমবার ১৬ রাউন্ড গণনার পর দেখা যায় কংগ্রেস প্রার্থী সৌম্য রেড্ডি ৫৭ হাজার ৫৯১টি ভোট পেয়েছেন। যা রামমূর্তির থেকে ২৯৪টি ভোট বেশি। এত কম ব্যবধানে পরাজিত হওয়ায়, বিজেপি পুনরায় ভোট গণনার দাবি জানায়। গেরুয়া শিবিরের নেতা কর্মীদের দাবি অনুযায়ী পুনরায় ভোট গণনা করতে সম্মত হন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। দ্বিতীয়বার গণনার পর ভাগ্য বদলে যায় বিজেপি প্রার্থীর। দেখা যায় ১৬ ভোট বেশি পেয়েছেন তিনি কংগ্রেস প্রার্থীর থেকে।

অন্যদিকে, এই ঘটনার পর রিগিং এর অভিযোগ তোলা হয়েছে কংগ্রেসের তরফে। ফল পরিবর্তনে বিজেপি কারচুপি করেছে বলে অভিযোগ করেছেন কেপিসিসি লিগ্যাল সেলের সদস্য জয়া মৌলি। গোলযোগের খবর পেয়ে ওই গণনাকেন্দ্রে পৌঁছন রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি ডি কে শিবকুমার, বেঙ্গালুরু গ্রামীণ সাংসদ ডি কে সুরেশ, সৌম্যর বাবা রামালিঙ্গা রেড্ডি।

রবিবারেও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।

রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

মোকার প্রভাবে জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সোমবার দিঘায় সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় মোকার প্রভাবে জলস্তর বাড়তে পারে, উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। তাই স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের জন্য আগেভাগেই সতর্কতা জারি করল দিঘা প্রশাসন। আজ রবিবার এবং আগামীকাল সোমবার সমুদ্রস্নানে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে। ফলে যে সব পর্যটক সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাতে দিঘা গিয়েছেন, তাঁদের আপাতত সমুদ্রস্নান থেকে বিরত থাকতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের সতর্ক করা জন্য মাইকে প্রচার চালাচ্ছে দিঘা কোস্টাল থানা। তাদের তরফে ঘোষণা করা হচ্ছে, "আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় মোকার প্রভাবে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে সমুদ্র উপকূলে বাতাসের গতিবেগও বাড়তে পারে। আর সেই কারণে আগামী ১৫ মে পর্যন্ত পর্যটকদের সমুদ্রস্নানে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল।" এই সময়ে সমুদ্র থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সমুদ্রে সমস্ত রকম কার্যকলাপ বন্ধ রাখতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

থাইল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু

ব্যাংকক, ১৪ মে (হি.স.) : আজ রবিবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে থাইল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচন।

থাইল্যান্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি।

ভারতীয় সময় সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকাল ৫টায় ভোটগ্রহণ শেষ হবে। প্রায় ৫.২ লক্ষ ভোটার আগামী চার বছরের জন্য নতুন ৫০০ আসনের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের বেছে নেবেন।

সংসদের নিম্নকক্ষে মোট আসন রয়েছে ৫০০টি। এর মধ্যে ৪০০টি নির্বাচনী আসন এবং বাকি ১০০টি আসন প্রতিটি দলের মোট ভোটের অনুপাতে বন্টন করা হয়। ২০১৪ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর এটি দ্বিতীয় নির্বাচন। ২০১৪ সালে সেনাবাহিনী নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

থাইল্যান্ডের দুটি প্রধান দল ফেউ থাই এবং প্রগ্রেসিভ মুভ ফরোয়ার্ড সাধারণ নির্বাচনে এগিয়ে রয়েছে। দুজনই সেনাবাহিনীকে রাজনীতি থেকে সরাতে প্রচার চালিয়েছে।

পুষ্করে আসলেন উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড়

আজমের, ১৪ মে (হি.স.) : রবিবার এক ঘণ্টার জন্য তীর্থরাজ পুষ্করে পৌছান উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। সূচি অনুযায়ী, সকাল ১০.৩০ মিনিটে তিনি দিল্লি থেকে বিমানযোগে এখানে পৌঁছাবেন।

উপ-রাষ্ট্রপতিকে হেলিপ্যাড থেকে সরাসরি ব্রাহ্ম মন্দির গোশালা মার্গ হয়ে ব্রহ্ম মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হবে। পূজা করবেন পুরোহিত কৃষ্ণ গোপাল বশিষ্ঠ। এই উপলক্ষে ব্রহ্মা মন্দিরকে বিশেষভাবে সাজানো হবে। এর পরে, উপরাষ্ট্রপতি জাট সম্প্রদায়ের শিব মন্দিরে প্রার্থনা করবেন।

উপ-রাষ্ট্রপতির সফরের জন্য এক ঘণ্টা আগে ব্রহ্মা মন্দির ভক্তদের থেকে সাফ করা হবে। তার আগমনের আগে শুধুমাত্র দুই পুরোহিতকে অনুমতি দেওয়া হবে। নিরাপত্তার কারণে ওই পথ যানজটমুক্ত রাখা হয়েছে।

উপরাষ্ট্রপতির সফরকে সামনে রেখে প্রশাসনিক ও সামরিক কর্তারা পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি রুট চার্ট তৈরি করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় অফিসারদের মোতায়েন করা হয়েছে। ব্রহ্মা মন্দিরের কাছে সাবিত্রী পাহাড়ের পাদদেশে পাবলিক ডিপার্টমেন্টের তৈরি করা অস্থায়ী হেলিপ্যাডটি উপরাষ্ট্রপতির কনভয়ে তিনটি হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য বাড়ানো হয়েছে। শনিবার, বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারগুলি অবতরণ এবং উড্ডয়নের পরীক্ষা করেছিল।

পুষ্কর যাত্রার সরাসরি পরে উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড় নাগৌরের মের্তা শহরের মীরা দ্বারের কাছে স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্সে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা নাগৌরের জনপ্রিয় জননেতা প্রয়াত নাথুরাম মির্ধার মূর্তি উন্মোচন করবেন।

মহারাষ্ট্র: ১৬ বিধায়কের অযোগ্যতার ইস্যুতে মুখোমুখি বিধানসভার স্পিকার এবং শিবসেনা

মুম্বই, ১৪ মে (হি.স.) : বিধানসভার স্পিকার রাহুল নার্ভেকর এবং শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) গ্রুপ শিবসেনার (শিন্দে গোষ্ঠী) ১৬ বিধায়কের অযোগ্যতার ইস্যুতে মুখোমুখি হয়েছেন। নার্ভেকর লন্ডন থেকে মিডিয়াকে বলেন, তিনি শীঘ্রই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, অন্যদিকে শিবসেনা (উদ্ধব) নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুসারে নারভেকারকে এই বিষয়ে একটি সময়সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

আসলে, শিবসেনার (শিন্দে গোষ্ঠী) ১৬ জন বিধায়ক প্রথমে শিবসেনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং সুরাটের পরে গুয়াহাটিতে গিয়েছিলেন। পরে আরও ২৩ শিবসেনা বিধায়কও গুয়াহাটিতে পৌঁছে শিন্দে গোষ্ঠীকে তাদের সমর্থন জানান। একই সময়ে, তৎকালীন শিবসেনা হুইপ সুনীল প্রভু ডেপুটি স্পিকার নরহরি ঝিরওয়ালের সামনে ১৬ জন বিধায়ককে অযোগ্য ঘোষণা করার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এর পর এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করে শিন্দে গোষ্ঠী। এই ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট বিধানসভার স্পিকারকে ১৬ জন বিধায়কের অযোগ্যতার বিষয়ে সময়সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বিধানসভার স্পিকার নার্ভেকর বর্তমানে লন্ডন সফরে রয়েছেন। তিনি লন্ডন থেকে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, সময়সীমার মধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। এই বিষয়ে রায় দেওয়ার আগে প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা দরকার।

রবিবার শিবসেনা (উদ্ধব) নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, রাহুল নার্ভেকরের কাজ দলত্যাগ করা এবং দলত্যাগের প্রচার করা। রাহুল নার্ভেকরের দলত্যাগের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। দলত্যাগ করা তার শখ। তাই আমরা তাদের কাছ থেকে ন্যায়বিচার আশা করি না। রাউত বলেন, আমরা আপনাকে আইন মেনে চলতে বলছি। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মানার দাবি কোনোভাবেই হুমকি নয়।

জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগে শুরু এনকাউন্টার

অনন্তনাগ (জম্মু ও কাশ্মীর), ১৪ মে (হি.স.) : রবিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগের আন্দোয়ান সাগাম এলাকায় একটি এনকাউন্টার শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী যৌথভাবে অভিযান শুরু করছে। কাশ্মীর জোন পুলিশ টুইট করেছে এখবর জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, শনিবার ভারতীয় সেনারা জম্মু ও কাশ্মীরের উরি সেক্টরে একটি অনুপ্রবেশের চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছিল। সূত্রের খবর, সন্ত্রাসবাদী এবং ভারতীয় সেনাদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। এর আগে ৩ মে ভারতীয় সেনাবাহিনী জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়ারায় অনুপ্রবেশের একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে এবং একটি এনকাউন্টারে দুই সন্ত্রাসীকে নিকেশ করেছিল।

দুপুরেই আছড়ে পড়তে চলেছে মোকা: হাওয়া অফিস

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়েছে মোকা। এ বার স্থলভাগে প্রবেশের অপেক্ষা মোকার। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, রবিবার দুপুরে বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের মাঝামাঝি এলাকায় প্রবল বেগে আছড়ে পড়তে চলেছে মোকা। ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ২১০ কিলোমিটার। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। মোকার প্রভাব পড়বে বাংলার আকাশেও।

ভূ-ভাগে আছড়ে পড়তে চলেছে অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেওয়া মোকা। আপাতত তার অবস্থান পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে। তা ক্রমশ উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে ঘণ্টায় ১৮ কিলোমিটার বেগে অগ্রসর হচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, দুপুরেই তা স্থলভাগে আছড়ে পড়বে। আছড়ে পড়ার অবস্থান হবে দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশ এবং উত্তর মায়ানমার উপকূল, বাংলাদেশের কক্সবাজার এবং মায়ানমারের কিয়াকফিউয়ের মাঝামাঝি। সেই সময় ঝড়ের গতিবেগ থাকবে ১৮০ থেকে ১৯০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ২১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ের জেরে আন্দামান, নিকোবর উপকূলের মৎস্যজীবীদের ১৪ মে, রবিবার সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে হাওয়ার গতি থাকতে পারে ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার।

ছেলেকে খুনে করে আত্মঘাতী বাবা! বহরমপুরে গাছ থেকে উদ্ধার পিতা ও পুত্রের ঝুলন্ত

বহরমপুর, ১৪ মে (হি.স.) : বহরমপুর পুরসভার পিলখানা এলাকায় ঘর সংলগ্ন গাছ থেকে উদ্ধার পিতা ও পুত্রের ঝুলন্ত দেহ। সন্তান বিশেষ শারীরিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তা নিয়ে মানসিক টানাপোড়েন চলছিল। সম্ভবত তার জেরেই ছেলেকে খুনে করে আত্মঘাতী বাবা। এই ঘটনায় বহরমপুর পুরসভার পিলখানা রোডে নেমেছে শোকের ছায়া।

বছর বাহান্নর কার্তিক চক্রবর্তী বহরমপুর পুরসভার পিলখানা রোডের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। তাঁর একমাত্র সন্তান কারণ্য। বছর আটেকের কারণ্য বিশেষ শারীরিক ক্ষমতাসম্পন্ন। রবিবার সকালে প্রতিবেশীরা দেখেন বাড়ির মূল দরজা বন্ধ। বাড়ির উঠোনে থাকা কাঁঠাল গাছে ঝুলছে কার্তিক এবং কারণ্যর নিথর দেহ। বহরমপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বাড়ির গেটে তালা দিয়ে প্রথমে সন্তানকে খুন করে দেহ কাঁঠাল গাছে ঝুলিয়ে দেন কার্তিক। পরে আত্মঘাতী হন। দেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। প্রতিবেশীরা জানান, কারণ্যকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন কার্তিকবাবু। সে বিশেষ শারীরিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় নানা বাঁকা কথা শুনতেন কার্তিকবাবু। তাতেই অবসাদে ভুগছিলেন। সে কারণে এই অঘটন বলেই মনে করছেন তাঁরা।

ডালখোলা থেকে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার বিহারের যুবক

ডালখোলা, ১৪ মে (হি.স.) : অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিহারের এক যুবককে গ্রেফতার করল ডালখোলা থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি সেভেন এমএম পিস্তল ও পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তদন্তের স্বার্থে ওই যুবককে গ্রেফতার করে ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতে আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, শনিবার মধ্যরাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ডালখোলা থানার পাতনৌর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহভাজন এক যুবকের কাছ থেকে একটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং পাঁচ রাউন্ড তাজা গুলি পাওয়া যায়।

তবে ওই যুবক কী কারণে পাতনৌর এলাকায় এসেছিল তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। অনুমান করা হচ্ছে ডাকাতি বা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই সে এলাকায় এসেছিল।

তদন্তের স্বার্থে ওই যুবককে গ্রেফতার করে ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতে আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ডালখোলা পুলিশ মহকুমা আধিকারিক সৌম্যানন্দ সরকার জানান, ডালখোলা থানার পাতনৌর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিহারের বলরামপুর থানার বলদিয়াগাছি এলাকার আবুল কালাম (৩৮) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ধৃতের কাছ থেকে একটি সেভেন এমএম পিস্তল ও পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ওই যুবকের সঙ্গে আরও কে বা কারা জড়িত আছে বা ওই যুবক কেন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

৯ এমএম পিস্তল ও কার্তুজসহ অপরাধীকে আটক করেছে মতিহারী থানা পুলিশ

পূর্ব চম্পারণ, ১৪ মে (হি.স.) বিহারের মতিহারী জেলার রাজেপুর থানা এলাকা থেকে ০৯ এমএম পিস্তল ও কার্তুজসহ এক অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশের দল।

এই বিষয়ে তথ্য দিয়ে এসপি কান্তেশ কুমার মিশ্র বলেছেন, শিবহারী পুলিশকে জানানো হয়েছিল যে শিবহার থেকে এক অপরাধী পিস্তল নিয়ে মতিহারী জেলার দিকে আসছে। ডিএসপি পাকদিদয়াল সুনীল কুমার সিংকে উপরোক্ত তথ্য যাচাই করার জন্য এবং অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তার পরে নিবিড় তদন্ত অভিযান এবং পুরো মহকুমা এলাকায় অপরাধীদের আস্তানায় অভিযান শুরু করা হয়েছিল।

এদিকে, এক অপরাধীর আস্তানা ঘেরাও করে অভিযান চালানো হয়, তারপর ৯ এমএম পিস্তল,২টি ম্যাগাজিন এবং ৭টি কার্তুজ সহ একজন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনা মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জাল নোট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত দুই ব্যবসায়ী গ্রেফতার

গিরিডি, ১৪ মে (হি.স.) : জাল নোটের ব্যবসায় জড়িত এক ব্যবসায়ীসহ দুজনকে আটক করে সারিয়া থানা পুলিশ। দুজনকেই সারিয়া থানা এলাকায় পৃথক দুটি মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই বিষয়ে, স্টেশন ইনচার্জ সন্তোষ কুমার মৌর্য্য রবিবার বলেন, ধনওয়ার থানা এলাকার পুরানপাতারির বাসিন্দা ভাটো মাহতো, সারিয়া পবিত্র তীর্থস্থানে জাল নোট দেওয়ায় তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। দ্বিতীয় অভিযুক্ত সারিয়া থানার অশোক পাসোয়ান। তাকে কোরিয়াতান্ড থেকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

অর্ধেক কাটা তরমুজ ফ্রিজে রাখেন? খেতে ভাল লাগলেও নিজের কী ক্ষতি করছেন জানেন

গরম পড়তেই বাজার ছেয়েছে তরমুজে। গ্রীষ্মকাল এই ফলের জুড়ি মেলা ভার। গরমে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে এবং দেহে জলের চাহিদা পূরণ করতে তরমুজ দারুণ উপকারী। তাছাড়া গরমকালে লাল, মিষ্টি তরমুজ খেতে কে না ভালবাসে। বিশেষত, গরমের দুপুরে তাজা তরমুজ বা এক গ্লাস ঠান্ডা তরমুজের শরবত শরীরকে চাঙ্গা করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বেশিরভাগ মানুষই ঠান্ডা তরমুজ খেতে ভালবাসেন। অনেকেই তরমুজ কেটে ফ্রিজে রেখে দেন। আবার কেউ কেউ বাজার থেকে কেনা তরমুজ গোটা অবস্থাতেই ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু জানেন কি, ফ্রিজে তরমুজ রাখা উচিত নয়?

গরমকালে শরীরে জল ও ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে তরমুজ। যেহেতু এই ফলের মধ্যে ৯২ শতাংশ জল থাকে, তাই গরমে তরমুজ খেলে ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি তৈরি হয় না। তাছাড়া ফলের পরিমাণ বেশি থাকায় তরমুজ শরীরে জমে থাকা সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে। এছাড়া এই মরশুমে তরমুজ খেলে রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে। এমনকী আপনি যদি নিয়ম করে তরমুজ খান, আপনার ওজনও কমে যাবে। কারণ এই ফলে ক্যালোরির গুণ কম।

ত্বকের জেল্লা বাড়াতেও তরমুজ দারুণ কার্যকর। তরমুজের মধ্যে লাইকোপেন রয়েছে। এই যৌগ ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। গরমে তরমুজ খেলেই বাড়বে আপনার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। কিন্তু যখনই আপনি তরমুজকে ফ্রিজে রেখে খান, তখনই নষ্ট হয়ে যায় এর পুষ্টিগুণ। কেউ তরমুজ কিউব আকারে কেটে ফ্রিজে রাখেন। আবার অনেকে অধেক তরমুজ কেটেও ফ্রিজে রাখেন। আর এই উতট গরমে ঠান্ডা তরমুজের শরবত গলায় ঢালার মজাই আলাদা। কিন্তু এভাবে তরমুজ খেতে ভাল লাগলেও স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভাল বিষয় নয়।

ফ্রিজে তরমুজ রাখলে এই ফলের পুষ্টিগুণ কমে যায়। 'জার্নাল অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড কেমিস্ট্রি'তে প্রকাশিত এক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, ফ্রিজের চাইতে ঘরের উষ্ণতাতে তরমুজ রাখা ভাল। ৭০, ৫৫ ও ৪১ ডিগ্রি ফারেনহাইট উষ্ণতায় ১৪ দিন ধরে তরমুজ রেখে পরীক্ষা করা হয়েছে। সেখানেই দেখা গিয়েছে, ৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে তরমুজ রাখলে এই ফলের বেশি পুষ্টিগুণ মেলে। সুতরাং, এরপর আর ভুলেও ফ্রিজে তরমুজ রাখবেন না।

ফ্রিজে তরমুজ রাখলে শুধু যে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়, তা নয়। তরমুজের স্বাদও বদলে যায়। আর যদি কাটা অবস্থায় তরমুজ রাখেন, তাতে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এভাবে তরমুজ খাওয়া একদমই উচিত নয়। তাছাড়া ফ্রিজে অনেকেই সবজির সঙ্গে ফল রাখেন। এটাও ঠিক নয়। এতে কাটা ফলের মধ্যে আনাজের গন্ধ ধরে নিতে পারে। তাই ফ্রিজে তরমুজ সংরক্ষণ করা এড়িয়ে চলুন।

কেরাটিন ট্রিটমেন্টের পর মুঠো-মুঠো চুল উঠছে?

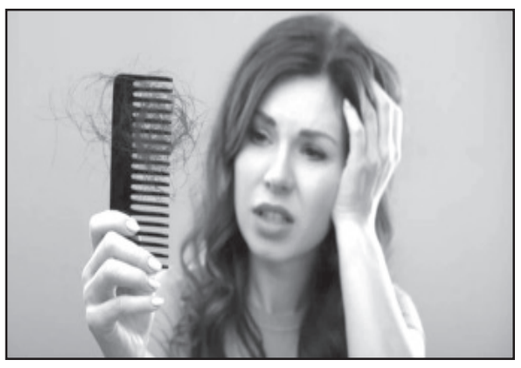

গরম পড়তে চুল পড়ার সমস্যাও বেড়েছে। গরমের জন্য চুল সারাক্ষণ বেঁধে রাখতে হচ্ছে। তাতেও এড়ানো যাচ্ছে না স্ক্যাল্পে ঘাম, চুলকানি। এর জেরেই বাড়ছে চুল পড়া। এই অবস্থায় স্যালোঁতে গেলে আপনাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কেরাটিন ট্রিটমেন্টের। মসৃণ ও সুন্দর চুল পাওয়ার লোভে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে অনেকেই কেরাটিন ট্রিটমেন্ট করিয়েও নিচ্ছেন।

কিন্তু তাতে কি চুল পড়া বন্ধ হয়েছে? নাকি বেড়েছে আরও চুলের সমস্যা?

কেরাটিন হল চুলের মধ্যে থাকা একটা প্রাকৃতিক প্রোটিন। চুলে অতিরিক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার, হেয়ার টুল ব্যবহারের ফলে এই প্রোটিন নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে চুল নিস্তেজ দেখায়। কেরাটিন ট্রিটমেন্ট আপনার সেই প্রোটিনকে ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করে। কিন্তু আদতে উপকার পাওয়া যায় না। বরং, চুল পড়ার সমস্যা আরও বাড়ে। কেরাটিন ট্রিটমেন্টে পার্শপ্রতিক্রিয়া প্রাকৃতিক উপায়ে চুলের যত্ন নিন। কেরাটিন ট্রিটমেন্ট করানোর এই বিষয়গুলো মেনে চলুন।

১) প্রাকৃতিক তেল ব্যবহার করুন

কেরাটিন ট্রিটমেন্টের পার্শপ্রতিক্রিয়া এড়াতে বাড়িতে হেয়ার অয়েল বানিয়ে নিন। এক টেবিল চামচ আমন্ড তেল বা অর্গ্যান অয়েল নিন। এতে ২-৩ ফোঁটা রোজমেরির এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন। রোজমেরির তেল আপনার চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, চুলকে অকাল পক্কতার হাত থেকে রক্ষা করে এবং খুশকির সমস্যা প্রতিরোধ করে। অন্যদিকে, আমন্ড তেল বা অর্গ্যান অয়েল চুলের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২) সুষম আহার গ্রহণ করুন

চুলের নানা ধরনের পণ্য ব্যবহার করলে চলবে না। ডায়েটের দিকে নজর না দিলে পুষ্টির ঘাটতি তৈরি হবে। আর সেখান থেকে আরও বাড়বে চুল পড়ার সমস্যা। তাই ডায়েটে পনির, তোফু, মুসুর ডাল, ছোলা, মটরশুটির মতো প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার রাখুন। এগুলো চুল পড়া রোধ করবে।

৩) চুলের বিভিন্ন টুলস এড়িয়ে চলুন

স্টাইলিং করতে অনেকেই হেয়ার ড্রায়ার, কার্লিং আয়রন, স্ট্রেটনার ইত্যাদি ব্যবহার করেন। এই যন্ত্রপাতির গরম প্রভাব চুলকে নষ্ট করে দেয়। চুলে যতবেশি এই ধরনের জিনিস ব্যবহার করবেন, চুলের সমস্যা বাড়বে। এতে দু'মুখো চুল, চুল পড়া, খুশকি, রুক্ষ-শুষ্ক চুলের সমস্যা বেড়েই যাবে। তাই এগুলো থেকে দূরে থাকুন।

৪) সাপ্লিমেন্টের সাহায্য নিতে পারেন

অনেক সময় সঠিক শ্যাম্পু, কন্ডিশনার বা তেল, হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করার পরও চুলের সমস্যা পিছু ছাড়ে না। নিয়ম করে চুলের যত্ন নেওয়ার পরও মুঠো মুঠো চুল উঠতে থাকে। তখন বুঝতে হবে আপনার শরীরে কোনও পুষ্টি ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে আপনি সাপ্লিমেন্টের সাহায্য নিতে পারেন। চুলের সমস্যা দূর করতে বায়োটিন, আয়রন, জিঙ্ক এবং ভিটামিন বি১২ সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে পারেন। তবে, এর আগে অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

এভাবে চুলের যত্ন নিলে কেশবতীর তকমা আটকায় কে

যতদিন যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে বাড়ছে চুল পড়ার সমস্যা। চুল পড়া আটকাতে ও জেল্লাদার চুলের রহস্য কিন্তু একমাত্র যত্ন। নিয়মিত চুলের যত্ন নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। চুলের সমস্যা মতো হেয়ার কেয়ার করতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পাঁচটি উপায়ে চুলের যত্ন নিলেই পাওয়া সম্ভব লম্বা সুন্দর চুল। তার জন কী করবেন জেনে নিন

শাম্পু করুন: যতদিন যাচ্ছে বেড়েই চলেছে দূষণ। আর এই রোজকাল ধুলোবালি মাথার স্কাল্পে জমে চুলের গোঁড়া আলগা করে দেয়। ফলে শাম্পু করা একান্ত প্রয়োজন। শ্যাম্পু বা ক্লিনজারের প্রধান ও অন্যতম কাজই হল স্কাল্প পরিস্কার করা। তবে রোজ নয়, সপ্তাহে তিনদিন শ্যাম্পু করুন।

তেল মালিশ করুন: আজকাল তেলের নাম শুনলে অনেকেই নাক শিঁটকোয়। তবে জানেন কি মা-কাকিমাদের অমন চুলের রহস্য লুকিয়ে কিন্তু তেলেই। তেল চুলের রুক্ষতা মেটায়। সপ্তাহে অন্তত একদিন তেল মাখার চেষ্টা করুন। দরকার হলে শ্যাম্পু করার আগের দিন রাতে চুলে তেল লাগিয়ে নিন। সকালে উঠে শ্যাম্পু করে নিন। ঈষতউষ্ণ তেল দিয়েও স্ক্যাল্প ম্যাসাজ করতে পারেন। এতে চুল মজবুত হয়।

কেমিকাল ট্রিটমেন্ট নয়: আজকাল বহু কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট এসেছে বাজারে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ট্রিটমেন্ট আপনার চুলের জন্য নাও ভাল হতে পারে। এই ধরনের ট্রিটমেন্টে ব্যবহৃত কেমিকাল চুলের ক্ষতি করে। তাই বিশেষজ্ঞরা এই ধরনের ট্রিটমেন্ট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ডিপ কন্ডিশনিং: চুলের ঘনত্ব বজায় রাখতে ও আর্দতা মেটাতে সপ্তাহে একদিন ডিপ কন্ডিশনিং প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন হেয়ার ক্রিম। এছাড়াও বাড়িতে ডিম, টক দই ও আমন্ড অয়েল মিশিয়ে হেয়ার মাস্ক বানিয়ে নিন। চুলে লাগিয়ে ১ ঘন্টা রেখে শ্যাম্পু করে নিন। ফল পাবেন।

সঠিক মাত্রায় পুষ্টি: চুলের যত্ন নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন চুলের পুষ্টির কথাও মাথায় রাখা। এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া। এক্ষেত্রে বেশি করে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন ডি, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই যুক্ত খাবার খান। এতে চুলের স্বাস্থ্য ভাল হয়। এছাড়াও দিনে ৩ লিটার জল পান করুন।

গরমে তৈলাক্ত ত্বক থেকে মুক্তি।

তথাকথিত তৈলাক্ত ত্বক নয়। নরম্যাল স্কিন। সারা বছর মুখ ভালই থাকে। কিন্তু গরমে এলেই ত্বকের উপর বাড়তে থাকলে তেলতেলে ভাব। তার সঙ্গে দেখা দেয় ওপেন পোরসের সমস্যা। আবার কেউ কেউ ব্রণর সমস্যার সম্মুখীনও হোন। কপাল ও নাকের দু''পাশে দিয়ে তেল গড়াচ্ছে-এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন কেউ হতে চায় না।

এতে মেকআপ করলেও গলে যায়। ত্বক ক্লান্ত ও অনুজ্জ্বল দেখায়। এই পরিস্থিতিতে আপনাকে বদল আনতে হবে আপনার স্কিন কেয়ার রুটিনে। ম্যাটফিনিশ লুক পাওয়ার জন্য, স্কিন কেয়ারের উপর বেশি নজর দিন। মাত্র ৬টি বিষয়ের খেয়াল রাখলেই এই গরমে তৈলাক্ত ত্বক থেকে মুক্তি।

১) হালকা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন

হ্যাঁ, তৈলাক্ত ত্বকেরও দরকার ময়েশ্চারাইজার। ত্বকের ধরন অনুযায়ী ময়েশ্চারাইজার বেছে নেওয়া জরুরি। তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে হালকা এবং জেল বেস ময়েশ্চারাইজার। এতে আপনার ত্বক খুব বেশি তৈলাক্ত লাগবে না এবং ত্বকের আর্দতাও বজায় থাকবে।

২) সঙ্গে রাখুন টিস্যু পেপার

নাকের দু'পাশ দিয়ে যখনই তেল বেরোবে তখন মুখের উপর টিস্যু চেপে ধরুন। তবে ঘষবে না। শুধু ত্বকের উপর কাগজের টিস্যু চেপে ধরুন। কাগজ আপনার মুখের তেল শুষে নেবে। একই কাজ করবেন যখন কপাল দিয়েও তেল বেরোবে। ওপেন পোরসের সমস্যা থাকলে, সেখান দিয়ে বেশি সিবাম নির্গত হয়। টিস্যুর সাহায্যে আপনি এই সিবাম পরিষ্কার করে নিতে পারবেন।

৩) মিসেলার ওয়াটারের সাহায্য নিন

রূপচর্চার দুনিয়ায় মিসেলার ওয়াটার ব্যাপক জনপ্রিয়। এই মিসেলার ওয়াটার তুলোর বলে নিয়ে মুখে ভাল করে বুলিয়ে নিন। এই উপাদানটি আপনার ত্বক থেকে যাবতীয় ধুলোবালি ময়লা পরিষ্কার করে দেবে। এমনকী সিবামও পরিষ্কার করে দেয় মিসেলার ওয়াটার। এতে আপনি ম্যাট ফিনিশ লুক ফিরে পেতে পারেন।

৪) সানস্ক্রিন ছাড়া চলবে না

ত্বকের যত্ন নিতে গেলে সানস্ক্রিনের সঙ্গে বন্ধু পাতাতেই হবে। সানস্ক্রিন হল এমন একটি উপাদান, যা আপনার ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করবে। রোদে বেরোনোর ১৫-৩০ মিনিট আগে সানস্ক্রিন মাখুন। আর যদি দীর্ঘক্ষণ সূর্যালোকে থাকতে হয়, তাহলে প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন।

৫) ঘন ঘন মুখ ধোবেন না

অনেকের মধ্যে প্রবণতা থাকে, বার বার মুখ ধোয়ার। ঘন ঘন ফেসওয়াশ ব্যবহার করলেই যে ত্বক ভাল থাকবে, এমন কোনও কথা নেই। বরং, ফেসওয়াশ করলে ত্বকের প্রাকৃতিক তেলও নষ্ট হয়ে যায়। তাই দিনে দু'বার মুখ পরিষ্কার করাই যথেষ্ট। মুখ ধুতে আপনি কোনও হালকা ক্লিনজার বা ফেসওয়াশ ব্যবহার করুন।

৬) এক্সফোলিয়েট বেশি নয়

সপ্তাহে দু'বারের বেশি ত্বক এক্সফোলিয়েট করবেন না। স্ক্রাবার ব্যবহার করলেও ত্বকের উপর খুব বেশি চাপ দেবেন না। স্ক্রাবার নিয়ে হালকা হাতে মুখের উপর ঘষে নিন। এতেই ত্বকের উপর জমে থাকা সমস্ত মরা চামড়া পরিষ্কার হয়ে যাবে।

গরমেও কিন্তু ত্বক শুকিয়ে যেতে পারে! যত্ন নেবেন কী ভাবে?

কেবল শীতেই যে ত্বক শুষ্ক হয়, তা কিন্তু নয়। গরমের সময়ও ত্বক রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। আসলে এই সময় শরীরের বেশিরভাগ জল ঘামের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। ফলে ত্বকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না থাকায় ত্বক শুষ্ক হয়ে ওঠে। গরমে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না খেলে ত্বকের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে। দিনের বেশির ভাগ সময় এয়ার কন্ডিশন ঘরে থাকলেও ত্বকের স্বাভাবিক আর্দতা কমে যায়। যে কারণে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়।

এ ছাড়া, গরম থেকে বাঁচতে অনেকেই এই সময় সুইমিং পুলে দীর্ঘক্ষণ কাটায়। এর ফলেও ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। ক্লোরিনযুক্ত জল ত্বকের প্রাকৃতিক দ্মছ কমিয়ে দেয়, যা ত্বক শুকিয়ে যাওয়ার কারণ। তাই আগে থেকেই সাবধান হোন। ব্যস্ততার মধ্যে থেকে একটু সময় বের করে ত্বকের যত্ন নিতে শুরু করুন। শুষ্ক ত্বকের সমস্যা দূর করতে বাড়িতেই বিভিন্ন ফেস প্যাক বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। দেখে নিন, শুষ্ক ত্বকের যত্নে কোন কোন ফেস প্যাক ব্যবহার করবেন।

শসার ফেস প্যাক

শশা ত্বককে হাইড্রেট ও নরম করে তোলে। শুষ্ক ত্বকে প্রায়ই চুলকানি দেখা যায়। ত্বকের জ্বালা, চুলকানি উপশম করতে শসার জুড়ি মেলা ভার।

অর্ধেক শসার খোসা ছাড়িয়ে মিক্সিতে পেস্ট করে নিন। এই পেস্টে এক টেবিল চামচ চিনি মিশিয়ে ফ্রিজে রাখুন কিছুক্ষণ। ১০ মিনিট মুখে লাগিয়ে রাখুন এই ফেস প্যাক। তারপর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু''বার এই ফেস প্যাক লাগালেই ফল পাবেন!

মুলতানি মাটির ফেস প্যাক

মুলতানি মাটি সাধারণত তৈলাক্ত ত্বকের ফেস প্যাকগুলিতেই ব্যবহৃত হয়। তবে শুষ্ক ত্বকের যত্নেও মুলতানি মাটি ব্যবহার করতে পারেন। মুলতানি মাটি রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। এই ফেস মাস্ক শুষ্ক ত্বকে পুষ্টি ও হাইড্রেশন প্রদান করে।

১-২ টেবিল চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মধু এবং সামান্য জল মিশিয়ে মুখে লাগান। ১০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একবার এই ফেস প্যাক ব্যবহার করুন।

অ্যালোভেরা ফেস প্যাক

অ্যালোভেরা ত্বককে হাইড্রেট করে। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং ময়েশ্চারাইজিং গুণাগুণ। এই ফেস প্যাক ব্যবহার ত্বক কেবল ময়েশ্চারাইজ হয় না, পাশাপাশি ত্বকের জেল্লাও ফেরে।

২ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ১ চা চামচ মধু এবং ১ টেবিল চামচ চন্দন পাউডার ভালো করে মিশিয়ে নিন। ফেস প্যাকটি মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রাখুন। তারপর হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু''বার এই ফেস প্যাক লাগাতে পারেন।

চালের গুঁড়োর ফেস প্যাক

চালের গুঁড়ো ত্বকের মৃত কোষ অপসারণ করে। ১ টেবিল চামচ চালের গুঁড়োর সঙ্গে ১ টেবিল চামচ ওটমিল এবং ২ চা চামচ মধু ভালো করে মিশিয়ে মুখে লাগান। ২০ মিনিট রাখার পর জলে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একবার বা দুইবার এই ফেস প্যাকটি লাগান।

দই ফেস প্যাক

দই শুষ্ক ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে এবং ত্বকের জেল্লাও ফেরায়। ২ টেবিল চামচ টক দইয়ের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মধু এবং এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে পুরো মুখে লাগান। ২০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু''বার এই ফেস প্যাক লাগাতে পারেন।

হলুদের ফেস প্যাক

হলুদের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য শুষ্ক ত্বকের সমস্যা দূর করে। ত্বককে কোমল এবং উজ্জ্বল করে তোলে। ২ চা চামচ কাঁচা দুধের সঙ্গে এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে মুখে লাগান। ১০ মিনিট ফেস প্যাকটি মুখে রাখুন। তারপর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। ২-৩ দিন অন্তর দিনে একবার এই ফেস প্যাক লাগান। তবে আপনার যদি দুধে অ্যালার্জি থাকে তবে এই ফেস প্যাক ব্যবহার করবেন না।

দাগ ছোপ- মুখে জ্বালা ঠিক পাঁচ মিনিটেই হবে ভ্যানিশ

এই রোদ-গরমে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে আমাদের ত্বকের উপর। কারণ ত্বক উন্মুক্ত। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব ছাড়াও গরম-ঘামে মুখ, হাত-পা চটচটে হয়ে থাকে। ফলে নানা রকম চুলকানি, ত্বকের সমস্যা গরমের দিনে অনেক বেড়ে যায়। গরমে ঘাম বেশি হয়। এবার এই ঘেমো জামা বেশিক্ষণ পরে থাকলে সেখান থেকে ত্বকে ছত্রাকের জন্ম হয়। যে কারণে গা চুলকোনো, মুখ চুলকোনো, মুখে হঠাতকরে লাল ছোপ দাগ হয়ে যাওয়া-সহ একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। গরমে একাধিক বার স্নান তো হয়ই। সেই সঙ্গে জল বেশি খাওয়া, ডাবের জল খাওয়া, তরমুজ খাওয়া, নুন-চিনির জল খাওয়া এসব মানুষ করেই থাকেন। এই গরমে মুখকে কুলিং এফেক্ট দিতে আরও একটি কাজ করতে পারেন। গরমে তরমুজ খেলে যেমন ওজন কমে তেমনই ত্বকের সমস্যা দূর করতেও খুব কার্যকরী হল এই তরমুজ। তরমুজের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এই তরমুজের জুস করে তাই সরাসরি লাগাতে পারেন মুখে টোনার হিসেবে। তরমুজ প্রাকৃতিক ভাবে ময়েশ্চারাইজারের কাজ করে। সানবার্নের উপর তরমুজের রস লাগালে উপকার হয়। এছাড়াও সবথেকে ভাল যদি শসার সঙ্গে তরমুজের রস মিশিয়ে লাগানো যেতে পারে।

তরমুজ তো নিশ্চয় গরমের দিনে রোজ খাচ্ছেন। এর মধ্যে তিন থেকে চার টুকরো তরমুজ রেখে দিন। এবার এই তরমুজ পিষে জুস বের করে নিন। এর মধ্যে গ্রেট করে নেওয়া শসার রস মিশিয়ে নিন। এবার তা ফ্রিজে ঠান্ডা করে তুলোয় করে মুখলাগাতে পারেন। এছাড়াও আরও একটি পদ্ধতিতে তা ব্যবহার করতে পারেন। তা হল তরমুজের এই মিশ্রণ ডিপ ফ্রিজে রেখে জমিয়ে বরফ করে ফেলুন। এবার তা মুখে ভাল করে ঘষতে থাকুন। রাতে বাড়ি ফিরে মুখ পরিষ্কার করে ধুয়ে তারপর এই বরফ ঘষে নিন। একই ভাবে ডিপ ফ্রিজে রেখে ডাবের জলও বরফ বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। তরমুজের মধ্যে থাকে ভিটামিন সি, লাইসোপিন- যা ত্বককে ক্ষতিকর বিভিন্ন প্রভাব থেকে রক্ষা করে। রুক্ষ্ম, শুষ্ক ত্বকের জন্যেও খুব ভাল কাজ করে তরমুজ। ফলে ত্বকে আর্দতার পরিমাণ বজায় থাকে। গরমে হারিয়ে যাওয়া জেল্লাও ফিরে আসে।

ফ্ল্যাক্স সিড ব্যবহার করলে ৭ দিনে বন্ধ হবে চুল পড়া

সুপারফুডের দুনিয়ায় রাজ করে ফ্ল্যাক্স সিড। স্মুদি থেকে শুরু করে ওটমিল-ফ্ল্যাক্স সিড দিলে বেড়ে যায় তার পুষ্টিগুণ। এই খাবার কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করা থেকে শুরু করে ওজন কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু জানেন কি এই বীজকে আপনি চুলের যত্নেও ব্যবহার করতে পারবেন। ফ্ল্যাক্স সিডের মধ্যে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন বি, ভিটামিন ই রয়েছে।

এই সব পুষ্টি চুলকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে, চুল পড়া রোধ করে, নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে এবং স্ক্যাল্পের সংক্রমণ থেকে দূরে রাখে। এমনকী সঠিক উপায়ে ফ্ল্যাক্স সিড ব্যবহার করলে আপনি রুক্ষ ও শুষ্ক চুলের সমস্যা থেকেও পরিত্রাণ পেতে পারেন। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে খুশকি ও চুল পড়ার সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা ব্যবহার করে দেখতে পারেন ফ্ল্যাক্স সিড। চুলে ফ্ল্যাক্স সিডের জেল ব্যবহার করা হয়। এই জেল তৈরি করতে একটু সমস্যা লাগে ঠিকই, কিন্তু এটি চুলের জন্য দারুণ উপকারী। কীভাবে ফ্ল্যাক্স সিডের জেল তৈরি করবেন এবং চুলে ব্যবহার করবেন, দেখে নিন

৩ কাপ জলে ১/৪ কাপ ফ্ল্যাক্স সিড ভিজিয়ে রাখুন। এবার এই মিশ্রণটি মাঝারি আঁচে গরম বসান। জল ফুটতে শুরু করলে দেখবেন মিশ্রণটি ঘন হয়ে যাচ্ছে। তারপরই দেখবেন জলটা হড়হড়ে জেলের মতো হয়ে গিয়েছে। তখন গ্যাস বন্ধ করে দিন। একটু ঠান্ডা করে নিন। এবার একটা সুতির কাপড়ে মিশ্রণটা ঢেলে নিন। এবার সুতির কাপড়ে চেপে জেলটা ছেঁকে নিন। বীজ থেকে সম্পূর্ণ জেল বেরিয়ে এলে এতে আপনার পছন্দমতো এসেনশিয়াল অয়েল ৪-৫ ফোঁটা মিশিয়ে দিন। ব্যস তৈরি ফ্ল্যাক্স সিডের তেল। এই জেল আপনি এয়ার টাইট কৌটোতে ভরে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। এটি ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত আপনি ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন।

যে উপায়ে আপনি চুলে ফ্ল্যাক্স সিড ব্যবহার করবেন-

১) ফ্ল্যাক্স সিডের যে জেল তৈরি করছেন, সেটা আপনি সারারাত স্ক্যাল্পে লাগিয়ে রাখতে পারেন। পরদিন সকালে সালফেট মুক্ত শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। এতে আপনার খুশকির সমস্যা দূর হয়ে যাবে। পাশাপাশি চুল পড়ার সমস্যাও দূর হয়ে যাবে। রাতে যখন ফ্ল্যাক্স সিডের জেল চুলে লাগাবেন, তাতে আপনার পছন্দমতো হেয়ার অয়েলও মিশিয়ে দিতে পারেন।

২) স্নান করার এক বা দু'ঘণ্টা আগেও চুলে ফ্ল্যাক্স সিডের জেল লাগাতে পারেন। ফ্ল্যাক্স সিডের জেল চুলে লাগানোর আগে এতে ১ চামচ আমন্ড অয়েল মিশিয়ে নিয়ে তারপর ব্যবহার করুন।

৩) ফ্ল্যাক্স সিডকে আপনি হেয়ার মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। ফ্ল্যাক্স সিড গুঁড়ো করে নিন। এবার এক চামচ ফ্ল্যাক্স সিড গুঁড়োর সঙ্গে টক দই মিশিয়ে নিয়ে চুলে ও স্ক্যাল্পে ভাল করে লাগিয়ে নিন। ৪৫ মিনিট পর শ্যাম্পু করে নিন। এই আপনাকে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করবে।

কেজরিওয়ালের কাছ থেকে জনসেবার মন্ত্র নিলেন নবনির্বাচিত সাংসদ রিংকু

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.) : জলন্ধর সংসদীয় আসনে ঐতিহাসিক বিজয় পাওয়ার পরে নবনির্বাচিত সাংসদ সুশীল কুমার রিংকু, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান রবিবার সকালে আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দেখা করেন এবং পঞ্জাবের জনগণের সেবা করার মন্ত্র নিলেন।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল একটি বিশেষ সভা করেছেন এবং সাংসদ সুশীল কুমার রিংকুকে পঞ্জাব এবং এর জনগণের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলি সংসদে জোরালোভাবে উত্থাপন করার পরামর্শ দিয়েছেন। বৈঠক শেষে নবনির্বাচিত সাংসদ সুশীল কুমার রিংকু বলেন, জলন্ধরে অনেক ফ্লাইওভার ও রাস্তার প্রকল্প আটকে আছে।

আদমপুর বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় শিল্পেরও রয়েছে নানা সমস্যা। এসব বিষয় সংসদে জোরালোভাবে তুলে ধরবেন। এই সময় রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় সিং এবং অশোক মিত্তলও উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, জলন্ধর লোকসভা আসনের উপনির্বাচনে আম আদমি পার্টির প্রার্থী সুশীল কুমার রিংকু জয়লাভ করেছেন। শনিবার তিনি কংগ্রেস প্রার্থীকে নিজেদের দুর্গে পরাজিত করেছেন।

একবালপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট জামাইকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু মা-মেয়ের

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : রবিবাসরীয় সকালে মর্মান্তিক ঘটনা একবালপুরে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট জামাইকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন শাশুড়ি। তাঁদের শক খেতে দেখে এগিয়ে যান মেয়ে। শেষমেশ বিদ্যুতের তীব্র প্রবাহে মৃত্যু হল মা-মেয়ের। অল্প শক খাওয়ায় প্রাণে বাঁচলেন জামাই। তবে জখম অবস্থায় তিনি স্থানীয় এক নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। এমন আকস্মিক দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় সিইএসসি-র একটি দল। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবার ঘড়িতে সকাল প্রায় ৭টা। ৩৭/২ডি, একবালপুর লেনের বাসিন্দা ইজহার আখতার। স্ত্রী খায়রুন্নেসার সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন তিনি। এদিন সকালে নিজের বাড়ির দেওয়াল থেকে ঝুলতে থাকা একটি লোহার তারে ভিজে জামাকাপড় মেলতে যান ইজহার। তখনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। জামাইকে ওই অবস্থায় দেখে ছুটে যান বছর চৌষট্টির মুন্তাহা বেগম। তড়িদাহত হন তিনিও।

পুষ্করের ব্রহ্মা মন্দিরে প্রার্থনা করলেন উপরাষ্ট্রপতি ধনখড়

আজমের / পুষ্কর, ১৪ মে (হি.স.) : রবিবার পুষ্করের ব্রহ্মা ও জাট শিব মন্দিরে পুজো-প্রার্থনা করলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। এ সময় তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনখড়ও উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্ম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কৃষ্ণ গোপাল বশিষ্ঠ উপরাষ্ট্রপতির আচার অনুষ্ঠান পালন করেন। এসময় কৃষ্ণ গোপাল তাঁকে ১৯৯৩ সালের পুষ্কর যাত্রার সময় তার ছবি উপহার দিয়েছিলেন। উপরাষ্ট্রপতির আগমনকে কেন্দ্র করে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ব্রহ্মা মন্দির সাধারণ ভক্তদের জন্য বন্ধ রাখা হয়। উভয় মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড় সকালে একটি সামরিক বিমানে জয়পুরের সাঙ্গানার বিমানবন্দরে পৌঁছান, সেখানে তাঁকে রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র এবং কৃষিমন্ত্রী লালচুন্ত কাটারিয়া স্বাগত জানান। সকাল সাড়ে ১০টায় সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে উপরাষ্ট্রপতি পুষ্করে পৌঁছান। পুষ্করের মন্দির দর্শনের পরে সকাল ১১.৪৫ টায় নাগৌরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

পুষ্করে, আজমীরের সাংসদ ভগীরথ চৌধুরী, আরটিডিসি চেয়ারম্যান ধর্মেন্দ্র রাঠোড় উপরাষ্ট্রপতি ধনখড়কে বিদায় জানান। নাগৌরের মের্তাতে তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাথুরাম মিরধা স্মৃতি স্মৃতিসৌধে মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। বিকাল সাড়ে ৩টায় সভাস্থলে পৌঁছাবেন। রবিবার উপরাষ্ট্রপতির পুষ্করে ধর্মীয় সফরের সময় ব্রহ্মা মন্দিরে পূজার অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু স্বর্ণযুগের তীর্থস্থান পুষ্কর সরোবরের পূজার কর্মসূচি প্রস্তাব না করায় উপরাষ্ট্রপতির পূর্বপুরুষের পুরোহিতরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। পুরোহিত পন্ডিত সুমিত এবং হর্ষ পরাশর এসডিওর মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতির কাছে একটি অনলাইন স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন। এছাড়াও রবিবার উপরাষ্ট্রপতির সরোবর পুজোর অনুষ্ঠানের প্রস্তাব না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তীর্থ পুরোহিত সংঘ ট্রাস্ট। ট্রাস্টের সভাপতি লাদুরাম শর্মা জারি করা বিবৃতিতে সমস্ত তীর্থযাত্রী পুরোহিতদের পক্ষে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

বীরভূমে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ২, চাঞ্চল্য

বীরভূম, ১৪ মে (হি.স.) : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বীরভূমে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে গ্রামবাসীদের একাংশ পুলিশকে তাড়া করে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

বীরভূম জেলার সদাইপুর গ্রামের ঘটনা। জানা গিয়েছে, দু'জন গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন ধান কাটতে। সেই সময়েই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাস্তার ওপরে একটি বিদ্যুতের তার ঝুলে ছিল। সেই তারেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন দু'জন। এরপরেই গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। নেমে আসে শোকের ছায়া।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করতে চাইলে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের একাংশ তাঁদের তাড়া করেন। জানা গিয়েছে, মৃতরা দু'জনে সম্পর্কে ভাই। একজনের নাম বিদ্যুৎ। অপরজনের নাম বিকাশ। খবর লেখা পর্যন্ত তাঁদের পদবি জানা যায়নি। মৃতদের পরিবার সূত্রে খবর, ১১ হাজার ভোল্টের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই ভাইয়ের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের দেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

জামুরিয়ায় ঝোপ থেকে উদ্ধার বিজেপি কর্মীর ক্ষতবিক্ষত দেহ,তৃণমূলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ

আসানসোল, ১৪ মে (হি.স.): জামুরিয়ায় ফের বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যু। বাড়ির কিছুটা দূরে ঝোপ থেকে উদ্ধার ক্ষতবিক্ষত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল শোরগোল জামুরিয়ায়। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। বিজেপির অভিযোগ, ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূল। মৃতের নাম অশোক চক্রবর্তী। জামুরিয়ার হিজলগড়া গ্রামের সুত্রধর পাড়ার বাসিন্দা তিনি। বিজেপি কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন অশোক। সূত্রের খবর, রবিবার সকালে অশোকের বাড়ির ২ কিলোমিটার দূরে ঝোপে একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে মৃতের আত্মীয় ধনঞ্জয় চক্রবর্তী সেখানে যান। তখনই দেখেন দেহটি অশোকবাবুর। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে দেহটি। মৃত যুবক কীভাবে ওই ঝোপে এলাকায় গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পরিবারের সদস্যরা। মৃতের মা বন্দনা চক্রবর্তী জানান, তাঁর ছেলে বিজেপি কর্মী ছিলেন। কিন্তু কীভাবে মৃত্যু, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় তিনি। এবিষয়ে বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সদস্য সন্তোষ সিংয়ের দাবি, পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যই বর্তমান শাসকদল তাঁদের দলের একনিষ্ঠ কর্মীকে খুন করেছে। দোষীদের গ্রেতারের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। প্রসঙ্গত, দিন পনেরো আগেও এক বিজেপি কর্মী খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল জামুরিয়া।

বীর তেজাজি মন্দির পরিদর্শন করলেন উপরাষ্ট্রপতি ধনখড়

জয়পুর, ১৪ মে (হি.স.) : রবিবার পুষ্করের ব্রহ্মা ও জাট শিব মন্দিরে প্রার্থনা করে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এবং তার স্ত্রী সুদেশ ধনখড় নাগৌরে পৌঁছান। তিনি বীর তেজাজির জন্মস্থান খারনালে পৌঁছেন এবং তেজাজি মন্দির পরিদর্শন করেন। এ সময় তার স্ত্রী সুদেশ ধনখড়ও সঙ্গে ছিলেন।

একটি টুইট বার্তায় উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, "লোক দেবতা বীর শিরোমণি শ্রী তেজাজি মহারাজের জন্মস্থান পরিদর্শন করার পর মন উদ্বেলিত হয়েছিল খারনালের এই পবিত্র ভূমি মনকে অসীম শক্তিতে ভরিয়ে দিয়েছে। শ্রী বীর তেজাজী সবার মঙ্গল করুক। খারনাল তেজাজি মন্দিরেউপরাষ্ট্রপতি ধনখড়ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঢোল বাজিয়েছিলেন।

অসমের বিহালিতে অজ্ঞাত রোগ একই পরিবারের তিন তরুণীর অকালমৃত্যু, আক্রান্ত আরও এক

বিশ্বনাথ (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : বিশ্বনাথ জেলার বিহালিতে অজ্ঞাত রোগ একই পরিবারের তিন তরুণীর অকালমৃত্যু ঘটেছে। এ ঘটনায় বিহালি এলাকার মানুষ ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শরীরে চিকেন পক্সের মতো অসংখ্য ফোসকা, গোটা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে অকালমৃত্যুকে বরণ করেছেন একই পরিবারের তিন তরুণী। জানা গেছে, গত ১১ মার্চ বিহালির ভীমদঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা জনৈক বীরেন ঘাটোয়ারের ২৭ বছরের মেয়ে রঞ্জু ঘাটোয়ার এবং বছর ২৫-এর মণিকা ঘাটোয়ার এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হলে তাদের তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় কয়েকদিনের ব্যবধানে দুজনেরই মৃত্যু হয়।

তার পর যথাসময়ে রঞ্জু এবং মণিকার শ্রাদ্ধশান্তি হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুই বোনের শ্রাদ্ধের দিন-কয়েক পর তাদের এক বোন লক্ষ্মী ঘাটোয়ার (১৩)-এর শরীরেও ওই অজ্ঞাত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই গতকাল শনিবার মেয়েটির তার নিজের বাড়িতেই মৃত্যু হয়।

এদিকে জানা গেছে, ঘাটোয়ার পরিবারের আরেক মেয়ে বছর ২৫-এর জুনু ঘাটোয়ারের শরীরেও এই অজ্ঞাত রোগ ধরা পড়েছে। বিশ্বনাথ জেলা স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা জানান, বসন্ত-সদৃশ রোগটি আসলে কী তা শনাক্ত করতে জুনুর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

সিবিআইয়ের নতুন ডিরেক্টর হচ্ছেন প্রবীণ সুদ

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.) : কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-র অধিকর্তার হচ্ছেন প্রবীণ সুদ। সিবিআই-র ডিরেক্টর পদে বসার আগে কর্ণাটকের ডিজিপি পদে কর্মরত ছিলেন প্রবীণ। তিন পুলিশকর্তার নামের তালিকা থেকে তাঁকে বেছে নেওয়া হয় এই পদের জন্য। তিনি কর্নাটকের ডিজিপি ছিলেন। প্রবীণ সুদ ১৯৮৬ ব্যাচের আইপিএস অফিসার। দুবছরের জন্য এই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। রবিবার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

সিবিআই-র অধিকর্তা বাছাই করে কেন্দ্রীয় কমিটি। কমিটির সদস্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা। শনিবার বিকেলেই এই শীর্ষ কমিটির বৈঠকে প্রাথমিকভাবে তিন পুলিশ কর্তার নাম বাছাই করা হয়। সেই তিন জনের মধ্য থেকে অবশেষে দায়িত্ব দেওয়া হল প্রবীণ সুদকে।

উল্লেখ্য বর্তমানে সিবিআইয়ের ডিরেক্টর সুবোধ কুমার জয়সওয়াল। তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে যেতে চলেছে ২৫ মে। তার আগে নতুন ডিরেক্টর নিয়োগ করল কেন্দ্রীয় কমিটি। একজন সিবিআই ডিরেক্টর দু বছর ধরে ওই পদে থাকেন। শনিবার কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে যে তিনজন পুলিশ কর্তার নাম বাছাই করা হয় তাঁদের মধ্যে প্রবীণ সুদ ছাড়াও ছিলেন সুধীর সাক্সেনা ও তাঁর [illegible]

সোমবার আকাশবাণী গুয়াহাটি পালন করবে সংবাদ বিভাগের প্রতিষ্ঠা দিবস

গুয়াহাটি, ১৪ মে (হি.স.) : আগামীকাল সোমবার ১৫ মে আকাশবাণী গুয়াহাটি কেন্দ্রের আঞ্চলিক সংবাদ বিভাগ তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করবে।

জানা গেছে, অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সহযোগিতায় কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদমর্সান হল-এ আকাশবাণী গুয়াহাটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হবে। অল ইন্ডিয়া রেডিওর মহাপরিচালক, গুয়াহাটির মেয়র, তথ্য ও সম্প্রচার দফতরের প্রাক্তন মহাপরিচালক এবং রাজ্যের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও সাহিত্যিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে 'আধুনিক যুগে যোগাযোগের মাধ্যম আকাশবাণী' শীর্ষক এক আলোচনার আয়োজন করা হবে। এতে রাজ্যের তথ্য কমিশনার ড. সমুদ্রগুপ্ত কাশ্যপ, অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের আরসিই প্রশান্ত বরকাকতি, ইউনিসেফ-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান মধুলিকা জোনাথন এবং পরিবেশবিদ ড. পূর্ণিমা দেবী বর্মণ অংশগ্রহণ করবেন। কার্যক্রম পরিচালনা করবেন সাংবাদিক শান্তনু রৌমুরিয়া এবং অরুণিমা গোস্বামী।

এদিন বিকেলে মিলাপ-২০২৩ শীর্ষক সংবাদ বিভাগের নতুন ও পুরাতন সম্পাদক ও সংবাদ উপস্থাপকদের প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আকর্ষণীয় এই অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করবেন উৎপলকুমার দাস এবং অশোক কুমার বায়ন।

উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালের মে মাসে অল ইন্ডিয়া রেডিও (আকাশবাণী) গুয়াহাটি আঞ্চলিক সংবাদ বিভাগ চালু হয়েছিল। এর পর থেকে বিভাগটি অসমিয়া ভাষার বিশুদ্ধতা বজায় রেখে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভুল সংবাদ প্রচার করে আসছে। বর্তমানে অসমিয়া ভাষায় চারটি বুলেটিন, চারটি এফএম শিরোনামের পাশাপাশি অন্যান্য ভাষায় এই কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে তিনটি প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্প্রচার করা হয়। অন্যদিকে ২০২২ সালে কোভিড কালে বিধানসভা নির্বাচনী প্রচার এবং সচেতনতার জন্য দেশের সেরা মিডিয়া পুরস্কার জিতেছিল আকাশবাণী গুয়াহাটি।

সংঘ সব বর্ণের মানুষকে "পারিবারিক বন্ধু" বানাবে —হিন্দু সমাজের অমরত্বের প্রধান কারণ পরিবার ব্যবস্থা

লখনউ, ১৪ মে (হি.স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) সমস্ত বর্ণের মানুষকে সংগঠনের সাথে সংযুক্ত করতে পারিবারিক বন্ধু তৈরি করছে। পরিবার সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে এই কাজটি করছে সংঘ। পরিবারের বন্ধুরা সপ্তাহে একদিন মন্দিরে জড়ো হয় এবং সম্মিলিত ভাবে আলাপ আলোচনা করে। কুটুম্ব প্রবোধন কার্যকলাপের যৌথ এলাকা (উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড) প্রধান ওমপাল সিং এই তথ্য দিয়েছেন।

ওমপাল সিং হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেন যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কুটুম্ব প্রবোধন কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিবারে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রচারের জন্য কাজ করে। এ জন্য সারাদেশে পারিবারিক বন্ধু তৈরি করা হচ্ছে। পারিবারিক বন্ধুদের জন্য মঙ্গল সংবাদের আয়োজন করা হচ্ছে। মঙ্গল সংবাদের অধীনে রামচরিত মানসের চৌপাই, শ্লোক বা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করা হয়। এছাড়াও নতুন দম্পতি সম্মেলন এবং বালক ও বালিকা সম্মেলনের মতো বড় অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

হিন্দু সমাজের অমরত্বের প্রধান কারণ পরিবার ব্যবস্থা

ওমপাল সিং বলেন, হিন্দু সমাজের অমরত্বের প্রধান কারণ ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থা। পরিবারগুলো ভেঙে পড়ছে। যৌথ পরিবারগুলো পরমাণু পরিবারে পরিবর্তিত হচ্ছে। আমরা দুজন, আমাদের দুজনের মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা বাসুধৈব কুটুম্বকমে বিশ্বাসী মানুষ, কিন্তু বিশ্ব আমাদেরকে বাজার বলে মনে করেছে।

পরিবার হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের একটি ব্যবস্থা। একটি প্রাণীর মতো শিশুকে মানুষের উচ্চতায় গড়ে তোলার জন্য পরিবার একটি সক্ষম আচারের কেন্দ্রবিন্দু। তাই আমাদের বাড়ি হওয়া উচিত সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির সুন্দর সঙ্গম। এটি একটি হিন্দু বাড়ির পরিচয়। বর্তমানে যেমন সমৃদ্ধি বাড়ছে, তেমনি কমছে সংস্কৃতিও। উভয়ের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এ কারণে পরিবারে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

ধুবড়িতে সড়ক দুর্ঘটনা, হতাহত দুই

ধুবড়ি (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : ধুবড়িতে আজ রবিবার ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে একজনের। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন অপর একজন। গুরুতর আহতকে ধুবড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। নিহতকে গাড়ি চালক পৌষজিৎ সাহা ওরফে বাপন এবং আহত ব্যক্তিকে মিঠুন সাহা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

হতাহত দুজনের বাড়ি গৌরীপুর শহরে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, আজ সকালে ধুবড়ির ভাঙ্গারপাড়ে গুরু তেগবাহাদুর রোডে দুর্ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে। ধুবড়ি থেকে গৌরীপুরের দিকে যাচ্ছিল এএস ১৭ ডি ৬০৭৩ নম্বরের একটি হুন্ডাই ইয়োন কার। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছিল। সম্ভবত দুরন্ত কারের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তেগবাহাদুর এলাকায় রাস্তার পাশে একটি গাছের গুঁড়িতে গিয়ে আছড়ে পড়ে। প্রচণ্ড শব্দ করে গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ফলে গাড়ির ভিতরে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় চালকের। সঙ্গে গুরুতরভাবে আহত হন গাড়ির এক আরোহী।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। তাঁরা হতাহত দুজনকে উদ্ধার করে ধুবড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নিহত পৌষজিৎ সাহার মৃতদেহের ময়না তদন্তের জন্য মর্গে রাখার পাশাপাশি আহত মিঠুন সাহাকে ভরতি করে চিকিৎসা চলছে।

রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত একাধিক ট্রেন বাতিল, পথ-পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণ ও সময় পুনর্নির্ধারণ

গুয়াহাটি, ১৪ মে (হি.স.) : রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত পাঠশালা, টিহু, কৈঠালকুচি ও নলবাড়ি স্টেশনে ১৩ থেকে ১৯ মে পর্যন্ত প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ, ২০ থেকে ২২ মে পর্যন্ত নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং ২৩ ও ২৪ মে সিআরএস পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক ট্রেনের পরিষেবা বাতিল, পথ পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণ ও সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

এক প্রেসবার্তায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, ১৫ মে ২৪ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য ০৫৮০৯ নম্বর নিউবঙাইগাঁও-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জার এবং ০৫৮০৩ নম্বর নিউবঙাইগাঁও-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জার বাতিল করা হয়েছে।

এছাড়া ১৫ মে ২২মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৫০২০ নম্বর গুয়াহাটি-মেন্দিপাথার স্পেশাল এবং ১৬ মে ২৩ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৫০১৯ নম্বর মেন্দিপাথার-গুয়াহাটি স্পেশাল বাতিল করা হয়েছে।

এভাবে বাতিল করা হয়েছে ১৬ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য ০৫৮০১ নম্বর গুয়াহাটি-নিউবঙাইগাঁও প্যাসেঞ্জার এবং ০৫৮০৪ নম্বর গুয়াহাটি-নিউবঙাইগাঁও প্যাসেঞ্জার।

১৬ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য ১৫৭৫৩/১৫৭৫৪ নম্বর আলিপুর দুয়ার-গুয়াহাটি-আলিপুরদুয়ার জংশন সিফুং এক্সপ্রেস এবং ১৫৭৬৯/১৫৭৭০ নম্বর আলিপুর দুয়ার-লামডিং-আলিপুরদুয়ার জংশন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

১৯ মে থেকে ২২ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬০২ নম্বর গুয়াহাটি-ধুবড়ি এক্সপ্রেস এবং ২০ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬০১ নম্বর ধুবড়ি-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

নিউবঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা হয়ে যে সব ট্রেনের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি ১৫ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৪২৪ নম্বর নিউদিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস। ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২২ ও ২৩ মে তারিখ রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ২০৫০৪ নম্বর নিউদিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস।

১৭ মে থেকে ২২ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৫৭ নম্বর দিল্লি-কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেইল। ১৭ ও ২১ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯০৪ নম্বর চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস। ১৮ থেকে ২৩ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৫০৬ নম্বর আনন্দবিহার টার্মিনাস-কামাখ্যা নর্থইস্ট এক্সপ্রেস। ১৯ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৪৭ নম্বর লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ও ১৫৯৩৪ নম্বর অমৃতসর-নিউতিনসুকিয়া এক্সপ্রেস। ২০ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৫১৩ নম্বর সেকেন্দ্রাবাদ-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ও ১২৫৫১ নম্বর এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-কামাখ্যা এক্সপ্রেস। ২১ মে ও ২৩ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৫৯ নম্বর হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস। ২২ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩১ নম্বর বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ও ১৫৬২৫ নম্বর দেওঘর-আগরতলা এক্সপ্রেস। ২৩ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৯ নম্বর পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেসের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে।

এছাড়া কামাখ্যা-গোয়ালপাড়া টাউন-নিউবঙাইগাঁও হয়ে যে সব ট্রেনের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে ২০ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬২৬ নম্বর আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস। ১৫ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৬ নম্বর গুয়াহাটি-ওখা এক্সপ্রেস। ২০ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৪২৩ নম্বর ডিব্রুগড়-নিউদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস। ২০ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৪ নম্বর গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস। ২২ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৫৮ নম্বর কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেইল।

যে সব ট্রেন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে সেগুলি ১৫ মে ও ১৬ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৫৭ নম্বর দিল্লি-কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেইল ২২০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৫ মে ও ১৯ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৬১ নম্বর হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস ১৬০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৬, ১৭, ১৮ ও ২০ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৫৯ নম্বর হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস ১৬০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৫ থেকে ১৮ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৫০৫ নম্বর কামাখ্যা-আনন্দবিহার টার্মিনাস নর্থইস্ট এক্সপ্রেস ৭০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৪ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯০৪ নম্বর চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস ৫০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৫ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬২৫ নম্বর দেওঘর-আগরতলা এক্সপ্রেস ৯০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

এভাবে, ১৫ থেকে ১৭ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৫০৬ নম্বর আনন্দবিহার টার্মিনাস-কামাখ্যা নর্থইস্ট এক্সপ্রেস ৬০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৭ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৫৩ নম্বর গুয়াহাটি-জম্মুতাওয়াই এক্সপ্রেস ৩০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা

মৃত্যু যুবকের

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ওই বাড়ির লোকজন তুষারের মরদেহ সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে অনেকটা চুপিসারে তেলিয়ামুড়াতে পাঠিয়ে দেয়। জানা গেছে, মৃতদেহের শরীরে রয়েছে একাধিক ক্ষত সহ রক্তের দাগ রয়েছে। কিন্তু ছেলের মৃতদেহের মধ্যে ক্ষত চিহ্ন এবং রক্তের দাগ প্রত্যক্ষ করে পুত্রহারা পিতা তপন বাবু সিদ্ধান্ত করেন কিভাবে মৃত্যু হয়েছে সেই বিষয়টা নিশ্চিত হতে হবে। এরপর নজিরবিহীনভাবে মৃতদেহ বাড়ি থেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ময়না তদন্তের জন্য। যদিও এখন অপেক্ষা ময়নাতদন্তে কি বেরিয়ে আসে। কিন্তু এরপরেও এই মৃত্যু একরাশ প্রশ্ন চিহ্নের জন্ম দিয়েছে। মৃতদেহের পারিপার্শ্বিক অবস্থান দেখে সবার একটাই প্রশ্ন তুষার যে বাড়িতে গিয়েছিল সেই বাড়িতে যদি সে অসুস্থ হয়ে থাকে তাহলে তাকে কেন নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি? আরো প্রশ্ন উঠছে তুষারের মৃত্যু যদি স্বাভাবিক হয়ে থাকে তাহলে তার গায়ে ছাপ ছাপ রক্তের দাগ সহ ক্ষত চিহ্ন গুলা কোথা থেকে আসলো? তরতাজা যুবক তুষারের মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশে না জানিয়ে কিংবা স্থানীয়ভাবে বিষয়টাকে গোপন রেখে কেন তড়িঘড়ি তেলিয়ামুড়াতে নিয়ে আসা হল এটাও কিন্তু প্রশ্ন উঠছে? অর্থাৎ মোদ্দা কথা হচ্ছে, নিকট আত্মীয়র বাড়িতে গিয়ে তুষারের এই অস্বাভাবিক মৃত্যু রহস্য তৈরি করেছে, এখন অপেক্ষা এই রহস্যের কি কূল কিনারা হয়! নাকি চিরদিনের মত লাল ফিতার বাঁধনে আটকে থাকে তুষারের মৃত্যু রহস্য! তবে শেষ খবর লেখা পর্যন্ত, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রয়েছে তুষারের মৃতদেহ। এদিকে গোটা দিন ধরে পুলিশ এ বিষয়ে মুখ না খুললেও রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানার সেকেন্ড ওসি নন্দন বৈদ্য সংবাদ মাধ্যম কে জানিয়েছেন, তুষার দাস নামের ঐ যুবক সর্বনাশা ড্রাগসের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত ছিল। তাছাড়া এই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার বিশ্বজিত দেববর্মা ঘটনার জোর তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যে, ঘটনার সঠিক কারণ খুঁজতে আগরতলার বাধারঘাট এলাকার সেই আত্মীয়র বাড়িতে তদন্ত করছে। তবে সমস্ত কিছুই খোলাসা হবে ময়নাতদন্তের পর।

আহত ১৩ জন

● প্রথম পাতার পর

লোকজন এবং তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা তড়িঘড়ি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিশু মহিলা পুরুষ সহ মোট আটজন আহতকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।

আহতদের নাম লিটন দেবনাথ, রঞ্জন দেবনাথ, শান্তি গোয়ালা, মনি ধর, ইমরান মিয়া, সায়ন্ত রায়, পূজা মজুমদার এবং কানু রায়। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে আহতদের নিয়ে গেলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের জরুরী কালীন বিভাগে শুরু হয় আহতদের চিকিৎসা। এর মধ্যে লিটন দেবনাথ ও রঞ্জন দেবনাথের অবস্থা গুরুতর হওয়াতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদেরকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানী আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। এই ভয়াবহ যান দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা নেতাজিনগর এলাকায়। শান্তির বাজার নতুন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় বাইক ও অটোর সংঘর্ষে গুরতর আহত দুই। ঘটনার বিবরনে জানা যায় রবিবার সকাল ৯ টা ৫ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার ফায়ার সার্ভিসে খবর আসে শান্তির বাজার নতুন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় একটি দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দুর্ঘটনা স্থলে ছুটে যায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। সেখানে গিয়ে দুর্ঘটনা গ্রস্থ আহত দুই জনকে চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরবর্তী সময় জানা যায় বাইক ও অটোর সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে।জানা যায়, সাব্রুম হরিনার বাসিন্দা বিনয় ত্রিপুরা (৪০) ও উনার সহধর্মীনি রাজলক্ষী ত্রিপুরা (৩৮) হরিনা থেকে টি আর ০৩ এইচ ৬৭৬৮ নম্বারের বাইকে করে বিশ্রামগঞ্জের উদ্দ্যেশ্যে যাচ্ছিলেন। উনারা শান্তির বাজার নতুন পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে টি আর ০৮ ৩৭৭১ নাম্বারের অটোর সঙ্গে সংঘর্ষঘটে। এতে করে দুই জন বাইক থেকে ছিটকে পরে গিয়ে গুরতর আহত হয়। আহতদের সময় মতো চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে সহায়তা করেন দমকল বাহিনীর কর্মীরা। বর্তমানে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান শান্তির বাজার ফায়ার সার্ভিসের কর্মী নক্ষত্র জমাতিয়া।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চন্দ্রপুর বাঁধের পাশে শ্মশান ও কবর স্থান পরিদর্শন করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। চন্দ্রপুর বাঁধের পাশাপাশি রয়েছে মুসলমানদের কবরস্থান এবং হিন্দুদের শ্মশান। নদী ভাঙ্গনের ফলে জায়গা অনেকটাই কমে যাচ্ছে শ্মশানের। শ্মশানকে সংস্কার করে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য আজ পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। সফরসঙ্গী ছিলেন এলাকার কর্পোরেটর সুখময় সাহা, সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য সহ এলাকাবাসী। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মেয়র জানান ,আগে জায়গাটা ডিমারগেসান হয়ে যাক ,তারপর সংস্কার করে দেয়া হবে পুর নিগমের উদ্যোগে। এলাকায় শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার জন্য সব অংশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র।

অসম এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা আগরতলার উদ্যোগে রঙ্গালি বিহু উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। অসম এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা আগরতলার উদ্যোগে রবিবার রঙ্গালি বিহু উদযাপন করা হয়। আগরতলা টাউন হলে রঙ্গালি বিহুর উদ্বোধন করেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

আগরতলা টাউন হলে রঙ্গালি বিহুর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশানের পদাধিকারিরা। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে নিগমের মেয়র দিপক মজুমদার বলেন আসাম এবং ত্রিপুরা পাশাপাশি দুইটি রাজ্যের মধ্যে ভাতৃতবের বন্ধন সুদৃঢ় করতে কাজ করে যাচ্ছে অসম এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা। অসম এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা ২০০১ সাল থেকে প্রতি বছর আগরতলাতে রঙ্গালি বিহু উৎসব পালন করে আসছে।

মোকার তান্ডবে লন্ডভন্ড

● প্রথম পাতার পর

সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান বলেন, ঝড়ে সেন্টমার্টিন উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গেছে ও গাছপালা উপড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা ১২ শতাধিক উল্লেখ করে মুজিবুর রহমান বলেন, এসব ঘরবাড়ির কয়েক হাজার বাসিন্দা আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন। আপাতত তারা আশ্রয়কেন্দ্রে থাকবেন, ঘরবাড়ি মেরামতের পর নিজেদের ঘরে উঠতে পারবেন। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে চেয়ারম্যান মুজিবুর বলেন, অন্তত ১৮০০ গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১০ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে আহত এক নারী সেন্টমার্টিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। বর্তমানে সেন্টমার্টিনে ঝোড়ো বাতাসের গতি কমেছে। হালকা বৃষ্টিপাত অব্যাহত আছে। জেলা আবহাওয়া অফিসের প্রধান আবহাওয়াবিদ আব্দুর রহমান বলেন, 'বিকাল ৩টার দিকে বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করে গতিপথ বদলে মিয়ানমারের দিকে চলে গেছে ঘূর্ণিঝড়টি। এখন ভয়ের কিছু নেই। আঘাতের প্রভাবে ঝড়বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। এটি দুর্বল হয়ে পড়ায় প্রভাব কমে গেছে।এদিকে, রবিবার (১৪ মে) সন্ধ্যায় কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শাহীন ইমরান এক ব্রিফিংয়ে জানান, ঘূর্ণিঝড়ে জেলায় ১০ হাজার কাঁচা বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। শুধু সেন্টমার্টিন দ্বীপের ১,২০০ কাঁচা বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়। এছাড়া ঝড়ো হাওয়ায় সেন্টমার্টিন ও টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ সাবরাং এলাকায় গাছ পালা উপড়ে যায়।কক্সবাজার আবহাওয়া অফিস প্রধান আব্দুর রহমান বলেন,আজ সন্ধ্যার পর থেকে ঘূর্ণিঝড় মোখার প্রভাব কমতে শুরু করে। তবে আগামী দুইদিন সাগর উত্তাল এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের কন্টোল রুমের তথ্য অনুযায়ী উপকূলের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্র এবং স্বজনদের বাসা বাড়িতে দুই লাখ ৫০ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। এসব মানুষ সংকেত কমে আসলে বাড়িতে ফিরবেন।এদিকে, ঘূর্ণিঝড় শুরুর আগে থেকে কক্সবাজার জেলায় সিসিপির আট হাজার ৬০০ এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির দুই হাজার ২০০ জন স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত ছিলেন। সেন্টমার্টিনে নেভি, কোস্টগার্ড, পুলিশসহ ৩৭টি সরকারি স্থাপনা রয়েছে। এই স্থাপনাগুলো সাইক্লোন শেল্টার হিসেবে ব্যবহারের জন্য বলা হয়।এছাড়া দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য ২০ লাখ নগদ টাকা রাখা হয়, যার মধ্যে ১০ লাখ টাকা উপজেলা পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে ৫.৯০ মেট্রিক টন চাল, ৩.৫ মেট্রিক টন টোস্ট বিস্কুট, ৩.৪ মেট্রিক টন শুকনা কেক, ১৯৪ বান্ডিল ঢেউটিন, ২০ হাজার প্যাকেট ওরস্যালাইন ও ৪০ হাজার পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট মজুত রাখা হয়। জেলায় যে ৬৩৬টি সাইক্লোন শেল্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেগুলোতে পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার ৯৯০ জন মানুষ থাকতে পারবে। শনিবার সকাল থেকে মেডিকেল দল, কোস্টগার্ড, নৌ-বাহিনী, পুলিশ, নৌ-পুলিশ, জেলা পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবক দল, স্কাউট দল, আনসার বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে সর্বোচ্চ প্রস্তুত গ্রহণ করার জন্য বলা হয়।

বিস্ফোরক মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

আসন সমঝোতা। তাদের নেতৃত্বের কথাবার্তায় বুঝা গিয়েছিল এ বিষয়ে তাদের অনেকটাই সায় রয়েছে। যদিও নেতৃত্বের কথা পরিষ্কার ভাবে জানা যায়নি সেই সময়। তবু অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। শেষ পর্যন্ত ভোট যখন দুয়ারে কড়া নাড়ছে শেষ মুহূর্তে এসে দেখা গেল মথার নেতৃত্বরা দিল্লি পাড়ি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির জাতীয় দলের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলছেন তখন আমাদের কাছে বিষয়টি অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর যখন দেখা গেল মথার সুপ্রিমো রাজ্যে এসে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিলেন। তখন আরো পরিষ্কার হলো যে এর পেছনে অন্য খেলা চলছে। ভোটের ফল বেরোনোর পর মানুষ বলতে শুরু করলেন বিজেপিকে মাথায় এ সুবিধা না পাইয়ে দিলে বাম কংগ্রেস মিলে আরো ১৮ আসন জিততে পারতো। এরপরেও বিজেপি বিরোধী কথা বলে নিজেদের কৌশল ধরে রাখার চেষ্টা করল মাথা। অধ্যক্ষ নির্বাচনে বিষয়ও মথার আগ্রহ প্রকাশ দেখে বামপন্থীদের মধ্যে সন্দেহ জেগেছিল। এরপরের ঘটনা আরো হাস্যকর। বিধানসভায় ঢুকেই বসার আসর নিয়ে অজুহাত দেখিয়ে ওয়ার্ক আউট করা। পরে দেখা গেল সেই আসনে বসেই বিধানসভার বাকি দুইদিন কাটিয়ে দিলেন বিরোধীরা। মানিকবাবু বললেন রাজ্যের মানুষ বোকা নন। তারা সব কিছুই বুঝে। এর পেছনে কি রহস্য তাও মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবে ১৮ নির্বাচনে রাজ্য বিজেপির ইশতেহারে যেসব প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে জনগণের কাছে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই রাজ্যে হীরা সরকার উপহার দিয়ে গেছেন তেইশের নির্বাচনে এসে তার কৈফত দিতে পারলেন না। তবে তিনি চান রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার মানুষের কাছে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা যথাযথভাবে পূরণ করুক। মুখ্যমন্ত্রী ইতিবাচক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হবেন এই আশাই ব্যক্ত করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। কর্ণাটকের ফল ঘোষণার পর দেশের লোকসভা নির্বাচনে যে দামামা বেজে গেছে তা নিয়েও এক ঝলক তথ্য তুলে ধরে মানিকবাবু বলার চেষ্টা করেছেন এবারের নির্বাচন মোদি সরকারের কাছে কঠিন হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে লোকসভা নির্বাচনে একইভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বিজেপি বিরোধী শক্তি গুলির ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের কথাও বললেন তিনি।

আরও ৫

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, সুস্থ হয়েছেন ১০ জন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৪ জন।প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮০৭০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০৪৬ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৫ শতাংশ। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২ জন, উত্তর জেলায় ১ জন ,দক্ষিণ জেলায় ১ জন এবং ঊনকোটি জেলায় ১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি চার জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

উগান্ডার

● প্রথম পাতার পর

কিছু তথ্য আসছে। সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।

এসডিপিও রাহুল দাস জানান এটি একটি সংগঠিত চক্র। বাংলাদেশের দালালচক্রের সঙ্গে ওরা জড়িত। এই কাজে যুক্ত এবং সহযোগী প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।চন্দ্রপুরে কবরস্থান এবং শ্মশান ঘাট সংস্কার করা হবে। নদীর ভাঙ্গনে জমে অনেকটাই কমে গেছে। ডিমারগেশন করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র মজুমদার। রবিবার এলাকার কর্পোরেশন সহ বিজেপির পথের সভাপতি থেকে সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করেন মেয়র।

কলেজছাত্র

● প্রথম পাতার পর

করা হয়। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজদীপ দেব জানান এই অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত জানান।

বিবাহবার্ষিকীতে রক্তদান করেন সস্ত্রীক বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ মে।। রবিবার ছিল বিশালগড়ের জনপ্রিয় বিধায়ক সুশান্ত দেবের ১২ তম বিবাহবার্ষিকী। এদিন স্ত্রী প্রিয়াঙ্কি সাহাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে যান বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক সস্ত্রীক বিধায়কের স্বাস্থ্য পরিক্ষা করেন। এরপর রক্তদান করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। বিধায়ক পত্নীর রক্তের গ্রুপ এ নেগেটিভ। এটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ। তাই স্বাস্থ্য আধিকারিকের পরামর্শে রক্তদানে অঙ্গীকার করেন।রক্তদানের মতো মহৎ দানের মাধ্যমে নিজের বিবাহবার্ষিকী পালন করলেন বিধায়ক সুশান্ত

দেব।তারপরেও যেকোনো সময় এই গ্রুপের রক্তের প্রয়োজনে তিনি রক্তদান করবেন। এছাড়া এদিন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে খোঁজ নেন। এদিন সকালে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে স্ত্রী প্রিয়াঙ্কিকে সঙ্গে নিয়ে পূজা দেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। মায়ের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেন।

জল সরবরাহ

● প্রথম পাতার পর

নদীতে যে ইনটেক তৈরি করা হয়েছিল সেটার প্রবেশদ্বার দিয়ে নদীর জল প্রবেশ করতে পারছে না নদীর গভীরতা বৃদ্ধির কারণে। এমনকি সাইফোন তৈরি করেও ইনটেকের মধ্যে জল প্রবেশ করাতে গিয়ে বেগ পেতে হচ্ছে জলসম্পদ দপ্তরের আধিকারিকদের। প্রতিনিয়ত নদীর গভীরতা বেড়ে যাওয়ার কারনে পানীয় জলের উৎস প্রায় বন্ধের মুখে। ইনটেক এর আশপাশে ২০০ মিটার মধ্যে দিয়ে অনবরত বালু তোলার ফলে নদীর গভীরতা অনেক বেড়ে গেছে।

সার্ভিস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট চালাতে যেই জলের দরকার সেই পর্যাপ্ত পরিমাণ জল ঢোকাতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। ইনটেক এর কাছাকাছি বালু তোলা বন্ধ করার জন্য প্রশাসনের নিকট আবেদন জানান পানীয় জলসম্পদ দপ্তরের আধিকারিক। বিলোনিয়া এমআই ডিভিশন কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই উদবেগ প্রকাশ করে এমটাই আবেদন রাখেন পানীয় জল সম্পদ দপ্তরের আধিকারিক। প্রশাসন অতিসত্বর বিষয়টিকে নজর দিয়ে যদি সমস্যা নিরসনের দ্রুত পদক্ষেপ না নেয় তাহলে পরে আগামী দিনে পানীয় জলের উৎসব বন্ধ হয়ে পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হবে বিলোনিয়া শহরবাসী সহ শহর সংলগ্ন এলাকার জনগণ।

গুঁড়া মশলা

● প্রথম পাতার পর

পরিচালন সমিতির সভাপতি উত্তম কুমার ঘোষ, দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ ও ডিলারগণ।

প্রস্তুতি সভার পর খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, রাজ্য সরকার গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যেক ভোক্তার ঘরে নতুন নতুন জিনিস পৌঁছে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে সরকার নায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে ভর্তুকীমূল্যে প্যাকেটজাত গুঁড়া মশলা ভোক্তাদের দেওয়া হবে।

সরকারের লক্ষ্য আরও বেশী নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ভর্তুকীমূল্যে রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। লংতরাই গুঁড়া মশলা প্রতিষ্ঠানের মরিচ, হলুদ, জিরা ও ধনিয়ার প্যাকেটজাত গুঁড়া মশলা ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে দেওয়া হবে। টেণ্ডারের মাধ্যমে এই সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে ৯ লক্ষের উপর রেশন কার্ড হোল্ডার রয়েছেন। এই ৪টি গুঁড়া মশলা ভর্তুকীমূল্যে রাজ্যের মোট ২০৫০টি ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে ভোক্তাদের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে। আগামীদিন সরিষার তৈল থেকে শুরু করে অন্যান্য নতুন নতুন জিনিস যাতে মানুষকে বেশী দাম দিয়ে কিনতে না হয় তার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

কৃষ্টি, সংস্কৃতি

● প্রথম পাতার পর

প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, আমাদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের মধ্যে অন্যতম হলো চড়ক ও গাজন মেলা। ছোট বড় সবাইকে এই মেলা আকর্ষণ করে। এই মেলা কাকড়াবনবাসীকে আগামী দিনে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। স্বাগত ভাষণ দেন গোমতী জেলার জেলাশাসক গোভেকার ময়ূর রতিলাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়, উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুপ্রিয়া সাহা সহ অন্যান্যরা।

বিশালগড় হাসপাতালে আচমকা সফর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ মে।।রবিবার রাত নয়টায় আগরতলা ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা। হঠাৎ কনভয় থামিয়ে ঢুকে পড়েন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা কথা বলেন কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সঙ্গে। হাসপাতালের পরিষেবা এবং সমস্যা গুলো জেনে নেন। এরপর ইনডোর পরিষেবা খতিয়ে দেখতে ওয়ার্ডে গিয়ে রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালের পরিষেবা এবং পরিচ্ছন্নতা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান জনস্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে কাজ চলছে। মহকুমা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন ঘটেছে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে আউটডোর

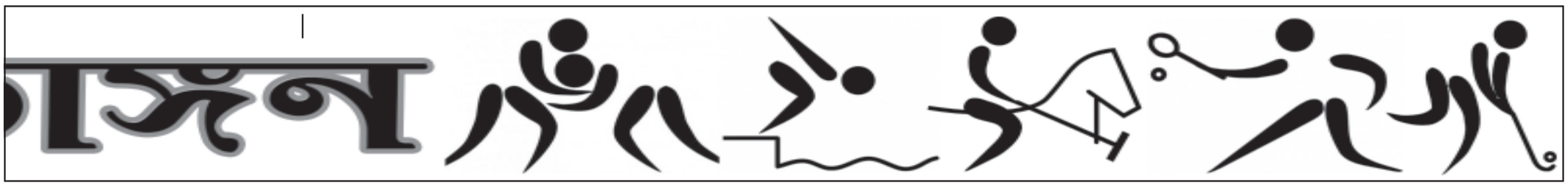

টিসিএ-র আজীবন সদস্যদের ডায়াস বর্তমান কমিটির কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত খুশি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান কমিটির কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত খুশি আজীবন সদস্যরা। আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম তৈরির ত্বরান্বিত কাজ, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডের পরিকাঠামো, এমবিবি স্টেডিয়ামের সামগ্রিক পরিকাঠামোর পাশাপাশি নির্মীয়মান ফ্লাড লাইটের পুরো বিষয় আজ আজীবন সদস্যদের ডায়াস অর্থাৎ অফিস বেয়ারারদের সকলে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। গ্রাউন্ড স্টাফ থেকে শুরু করে টি সি এ-র সকল স্তরের কর্মচারীদের সঙ্গেও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সামগ্রিক অনুভূতি উপলব্ধি করেন।

আজ, রবিবার বিকেলে এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউসে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন এবং আজীবন সদস্যদের ডায়াসের অফিস বেয়ারাররা সামগ্রিক অভিব্যক্তি তুলে ধরেন। প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ টিসিএ-র বর্তমান এপেক্স কাউন্সিল আজীবন সদস্যদের ডায়াসকে যথারীতি অবহিত করে থাকেন বলে ডায়াস সচিব মানিক দত্ত ধন্যবাদ জানান। টিসিএ-র কোষাধ্যক্ষ জয় লাল দাস রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সাম্প্রতিক উন্নয়নমূলক সামগ্রিক কর্মকান্ড একে একে তুলে ধরে ক্রিকেটপ্রেমী সকলের সহযোগিতায় সেগুলো ক্রমপর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।

যুগ্ম সম্পাদক জয়ন্ত দে-ও এ পর্যন্ত সম্পাদিত টুর্নামেন্ট সমূহের পরিসংখ্যানগত তথ্য তুলে ধরে আগামী সময়ে টুর্নামেন্টের সিডিউল নিয়েও আলোচনা করেন। জাতীয় আসরে রাজ্য দল গঠনের ক্ষেত্রে স্বজন পোষণের অভিযোগ একাংশ খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে করা হয়, সে বিষয়ে ডায়াস অবহিত রয়েছে কিনা, জিজ্ঞাসা করলে, আজীবন সদস্যরা আগামী সময়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গেও কথা বলবেন বলে ব্যক্ত করেন। সাংবাদিকের এক প্রশ্নে, টিসিএ-র বর্তমান কমিটিতে কিঞ্চিৎ গোষ্ঠী কোন্দল জনিত খবর তাদের কাছেও রয়েছে বলে স্বীকার করেন। তবে বাস্তবে সেগুলোর তেমন সত্যতা খুঁজে পাননি বলে সাংবাদিকের প্রশ্নোত্তরে জানিয়েছেন।

আগামী দিনে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আরও এগিয়ে যাবে বলে উপস্থিত প্রত্যেকেই আশা ব্যক্ত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ডায়াস-এর পক্ষ থেকে যুগ্ম সম্পাদক অমিতাভ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জীব মজুমদার এবং এপেক্স কাউন্সিলের সদস্য অর্ঘ্যজিৎ বিশ্বাস সহ বেশ কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য স্তরীয় স্কুল জিমন্যাস্টিক্স এনএসআরসিসি-তে আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। রাজ্য স্তরীয় স্কুল স্পোর্টস জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা আগামীকাল শুরু হবে এনএসআরসিসি-র ইনডোর হলে। বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৯ বছর রাজ্য স্কুল স্পোর্টস জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা ১৬ মে পর্যন্ত চলবে। দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামীকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এনএসআরসিসি-র ইনডোর হলে। এ বিষয়ে সম্প্রতি সাংগঠনিক কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও, এই প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অর্গানাইজিং কমিটি ছাড়াও বেশ কয়েকটি সাব কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বিধায়ক শ্রীমতি অন্তরা সরকার দেব। সম্মানিত ও বিশেষ অতিথি হিসেবে দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, উপ-অধিকর্তা তথা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব তথা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ। দপ্তরের সহ অধিকর্তা তথা অর্গানাইজিং সেক্রেটারি দিবাকর দেবনাথ এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন, পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়েছেন এবং প্রত্যেকের সহযোগিতাও চেয়েছেন।

বৈভব, অভিজিতের দুর্দান্ত বোলিং ইউবিএসটি-কে হারিয়ে ওপিসি জয়ী

ইউবিএসটি-৮০/১০(৩২.১) ও পি সি - ৮৪/১(১০.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। বল হাতে বিধ্বংসী বৈভব মালি। সঙ্গে অভিজিৎ চক্রবর্তীও। বৈভব ও অভিজিতের হাত ধরে দ্বিতীয় জয় পেলো ও পি সি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ও পি সি ৯ উইকেটে পরাজিত করে ইউ বি এস টি-কে। ইউ বি এস টি-র গড়া ৮০ রানের জবাবে ও পি সি ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের বৈভব মালি ৫ উইকেট পেয়েছেন। সকালে ইলশে গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ইউ বি এস টি ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় মাত্র ৮০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দেবনিক ব্যানার্জি ৫৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, অমন সিং ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ এবং প্রণব দাস ৫৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। ও পি সি-র পক্ষে বৈভবমালি (৫/২০) এবং অভিজিৎ চক্রবর্তী (৪/১৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ও পি সি ৬৪ বল খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে আকাশ আনন্দ ১৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রানে এবং অজিঙ্ক অরুণ পাটিল ৩৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে রাহুল চন্দ্র সাহা ১৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। ইউ ইব এস টি-র দলনায়ক মনোজিৎ দাস (১/১৭) উইকেট পেয়েছেন।

রাজ্য ক্যারাটে আগরতলায় কমলপুর দল ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। আগামী ২৭ ও ২৮ মে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ।এই লক্ষ্যে রবিবার কমলপুর বিনয় বাদল দিনেশ ব্যায়ামাগারে জেপি সেলফ একাডেমীর উদ্যোগে ধলাই জেলা ভিত্তিক ক্যারাটে সিলেকশান ট্রেনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো প্রদীপ জ্বালিয়ে ক্যাম্পার সুচনা করলেন ক্যারাটে মাস্টার আর্টিস্ট তথা কমলপুর দুর্গা চৌমুহনী আর ডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্পা দাস। উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজ সেবী শ্যামল কান্তি পাল, নগর সদস্যা সতী রানী দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন ধলাই জেলা ভিত্তিক ক্যারাটে সিলেকশান ট্রেনিং ক্যাম্পে ২৭ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহন করে। এর মধ্যে ১২ জনকে বাছাই করা হয়। এই ১২ জন আগামী ২৭ এবং ২৮ মে আগরতলা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবে। আগরতলা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে যে ১২ জন সিলেকশন পেয়েছে তারা যেন ধলাই জেলার সুনাম অর্জন করতে পারে এবিষয়ে বললেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ক্যারাটে মাস্টার আর্টিস্ট তথা দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্পা দাস ও জেপি সেল্ফ একাডেমীর সম্পাদক ভাস্কর শীল।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।।সবার মুখে একই কথা।ক্রীড়া জগতে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব রূপক দেবরায়কে পুরোপুরি ক্লোজড করে দিতে হবে। দীর্ঘ ১০-১২ বছর ধরে তার সামগ্রিক কর্মকান্ডে বীতশ্রদ্ধ পুরো রাজ্যের ক্রীড়া সমাজ। এর একটা বিহিত হওয়ার সময় এসেছে। 'সবার মুখে একই রা, বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব নিপাত যা'। ক্রীড়া জগতে যার প্রাথমিক পরিচিতি জুনিয়র পি.আই। ক্রিয়াকলাপে কলুষিত লম্বা হাত বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু বলে বহুলাংশের অভিযোগ। বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার অঙ্গ হিসেবেই বেশ কিছু ক্রীড়া সংস্থার সংগঠক, কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়রা আজ স্বাক্ষর সংগ্রহে একজোট হয়ে মাঠে নেমেছেন। ইতোমধ্যে রাগান্বিত ও ক্ষুব্ধ খেলোয়াড়রা উপযুক্ত স্থানে ডেপুটেশন থেকে শুরু করে প্রতিকারের বিহিত চাইছেন। আজ, রবিবার বেলা এগারোটা থেকে উমাকান্ত একাডেমির সম্মুখভাগের মাঠে সম্মিলিত স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয় এবং প্রচুর সংখ্যক খেলোয়াড়, ক্রীড়া প্রেমী, ক্রীড়া সংগঠক সেখানে উপস্থিত হয়ে সংগঠিতভাবে তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানানো হয়। অর্জুন মন্টু দেবনাথ, দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী, সুজিত রায়, স্বপন সাহা, এমনকি ক্রীড়াবিদ প্রতিষ্ঠা সামন্ত, অস্মিতা পাল, শুভ্রজিৎ সরকার থেকে শুরু করে পদক ও খেতাব জয়ী প্রচুর সংখ্যক ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদী আজ এই বিক্ষোভ সমাবেশ তথা স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

কৌশলের অর্ধশতকে হার্ভেকে সহজে হারিয়ে চতুর্থ জয় পেলো ব্লাডমাউথ

হার্ভে:- ১২৯/১০(৪৪.১) ব্লাডমাউথ:- ১৩০/৪(২৩.১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। কৌশল আচার্য-র অর্ধশতরান। তাতেই চতুর্থ জয় পেলো ব্লাডমাউথ ক্লাব। পরাজিত করলো আসরের সবথেকে নীচের স্থানে থাকা হার্ভে ক্লাবকে। ৬ উইকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে রবিবার হার্বের গড়া ১২৯ রানের জবাবে ব্লাডমাউথ ৪ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের কৌশল আচার্য ৫০ রান করেন। সকালে স্যাচস্যাতে ভাব দেখে ব্লাডমাউথের অধিনায়ক তুষার সাহা টসে জয়লাভ করে হার্ভে-কে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। ব্লাডের স্পিন অ্যাটাকে নাজেহাল হয়ে পড়ে হার্ভে। এবং দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে। দল ৪৪.১ ওভার ব্যাট করে ১২৯ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পৌরুশ মিশ্র ৬৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, সমীর দেববর্মা ৬৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, বিজয় বিশ্বাস ১৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং পামির দেবনাথ ২৯ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। ব্লাডমাউথের পক্ষে তুষার সাহা (৩/২৩), অরবিন্দ ভর্মা (৩/৩৮) এবং স্বরব সাহানি (২/১৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ২৩.১ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে কৌশল আচার্য ৫২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০,বাপ্পা দাস ৩৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, প্রশান্ত ভান্ডারি ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং অরবিন্দ ভর্মা ১৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। হার্ভের পক্ষে পৌরুষ মিশ্র (২/৩৯) সফল বোলার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ঃ- পারদর্শী প্রশাসন, সচেতন নাগরিক, সুপরিষেবা ঃ-

আগরতলা পুর নিগম

বিষয় ঃ পুর কর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকার সকল পুরনাগরিকদের সম্পত্তি কর সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিশেষভাবে জানার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

১) কেন আমরা সম্পত্তি কর প্রদান করি?

উত্তর ঃ সকল প্রকার পুর পরিষেবা পাওয়ার জন্য। বিশেষত ড্রেইন রাস্তাঘাট, নির্মাণ এবং পরিস্কার রাখার জন্য।

২) সম্পত্তি করের হিসাব (Calculation) কিভাবে করা হয়?

উত্তর ঃ APV = Plinth Area (Sq.Ft) X Unit Area Valus (Rs) X Age Factor X Structural Factor X Occupancy Factor X Usage Factor.

Yearly Porperty Tax = 5% of APV এই সম্পত্তিকর হিসাব পদ্ধতি।

https://emunicipality.triupura.gov.in/propertytax/Proparty Tax/frm_property এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করে সম্পত্তি করের হিসাব পেতে পারেন।

৩) সম্পত্তিকর এবং সম্পত্তির তথ্য কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ Amc is proposing th implement latest technology using GIS based property tax online portal which has complete details of your house/shop/property. https://agatala/smartcityservices. e-amc এই লিঙ্কটিকে ক্লিক করে আপনার নাম অথবা মোবাইল নম্বর বা আধার দিয়ে পুর নাগরিকগণ নিজ নিজ সম্পত্তির সম্পূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।

৪) সম্পত্তিকর সম্পর্কে মতামত কোথায় প্রেরণ করা যায়?

উত্তর ঃ citizenfeedbackamc@gmail.com এই email এ ক্লিক করে পুর নাগরিকগণ মতামত পোষণ করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে
মিউনিসিপাল কশিনার
আগরতলা পুর নিগম

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাছাই করতে ব্যাঙ্গালুরুর পাঁচতারা হোটেলে কংগ্রেস পরিষদলীয় দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত

ব্যাঙ্গালুরু, ১৪ মে।। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনে কে বসতে চলেছেন? শনিবার দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্য জয়ের পর কংগ্রেস তো বটেই, রাজনীতির ময়দানেও এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। ডিকে শিবকুমার না সিদ্দারামাইয়া? কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাকে বেছে নেবেন কংগ্রেস নেতৃত্ব? এই নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। রবিবার রাতে বেঙ্গালুরুর এক পাঁচতারা হোটেলে মুখ্যমন্ত্রী বাছাই করতে বৈঠকে বসেছে কংগ্রেসের পরিষদীয় দল। নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা বাছবেন দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে। বৈঠকে এই প্রস্তাবই পাশ হয়েছে। এর মধ্যেই সে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের দিন জানা গেল।

আগামী বৃহস্পতিবার কর্নাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান। গান্ধী পরিবারের সদস্যরা যোগ দেবেন শপথ অনুষ্ঠানে। থাকবেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে। কর্নাটকে কংগ্রেস সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হবে সমমনোভাবাপন্ন দলগুলিকেও। কংগ্রেস সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।

শনিবার বিজেপিকে টেক্কা দিয়ে ১৩৭টি আসনে জিতে কর্নাটক দখল করেছে কংগ্রেস। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে যা শতাব্দীপ্রাচীন দলের জন্য বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশের পরই মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।অতীতে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কর্নাটক সামলেছেন সিদ্দারামাইয়া। আবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে দক্ষিণের ওই রাজ্যে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন শিবকুমার। ভোটের ফল প্রকাশের পরই দেখা গিয়েছে, কংগ্রেসের অন্দরের একাংশ সিদ্দারামাইয়াকে মুখ্যমন্ত্রী করার দাবি জানিয়েছেন। এক যুবককে দেখা গিয়েছে, তাঁর বুকে উল্কি দিয়ে লিখেছেন, 'সিদ্দারামাইয়া সিএম'। আবার শিবকুমার অনুগামীরাও তাঁদের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করার দাবি জানিয়েছেন। যদিও রবিবার শিবকুমার জানিয়েছেন, দলের জন্য বহু বার আত্মত্যাগ করেছেন তিনি। যা এই পর্বে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "কেউ কেউ বলছেন যে, সিদ্দারামাইয়ার সঙ্গে আমার মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু এটা বলতে চাই যে, কোনও মতানৈক্য নেই। অনেক সময়ই দলের জন্য আত্মত্যাগ করেছি। সিদ্দারামাইয়ার পাশে দাঁড়িয়েছি।" সোমবার শিবকুমারের জন্মদিন। শনিবার বেঙ্গালুরুতে তাঁর বাড়ির সামনে জন্মদিনের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্টার লাগানো হয়েছে। সেই সঙ্গে 'কর্নাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী' লেখা পোস্টারও টাঙানো হয়েছে। রবিবার সিদ্দারামাইয়ার বাড়ির বাইরেও পোস্টার লাগানো হয়েছে। তাতে লেখা 'কর্নাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী'।

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে ধাক্কা আটক গাড়ি সহ দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ মে।।রবিবার রাতে কাকড়াবন থেকে আগরতলা ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। জাতীয় সড়কের বিশালগড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়কে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুই যুবক। যদিও শেষ পর্যন্ত গাড়ি সহ দুই যুবককে আটক করতে সক্ষম হয় বিশালগড় থানার পুলিশ। জানা যায়, বিশালগড় ব্রীজ চৌমুহনিতে গাড়ি সহ ২ যুবককে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন রাসেল মিয়া। বাড়ি বিশালগড়ের নোয়াপাড়ায়। দেবব্রত সাহা বাড়ি আগরতলার বিদ্যাসাগরে। বিশালগড় থানার পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। গাড়িতে দুই যুবতী ছিল। ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কৃষি ভবনে রক্তদান শিবিরে কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

বিশালগড়ের বাইক চোরচক্রের মাস্টারমাইন্ড আরিফ খান পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ মে।।রবিবার বিশালগড়ের বাইক চোর চক্রের মূল মাস্টারমাইন্ড আরিফ খানকে জালে তুলেছে পুলিশ। এদিন কড়ুইমুড়া বাজার থেকে তাকে আটক করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। তার বাড়ি বিশালগড়ের রঘুনাথপুরে।

জানা যায়, গত ১৬ মার্চ বিশালগড় নিউমার্কেট থেকে একটি পালসার বাইক চুরি হয়ে যায়। বাইকের মালিক বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ মামলা গ্রহণ করে। তদন্তকারী অফিসার সাব ইন্সপেক্টর মৃদুল মজুমদার এদিনই বাইক সহ জামাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। জামাল হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে বাইক সহ মাসুম ইলিয়াস, রাকেশ খান নামে আরো দু"জনকে গ্রেফতার করে। মাসুম ইলিয়াস ও রাকেশ খানকে জিজ্ঞাসাবাদে সুজিত মোদক ও পুরো বাইক চোরের মূল মাস্টারমাইন্ড আরিফ খানের নাম উঠে আসে। ২৪ শে মার্চ বিশ্রামগঞ্জ থেকে পালসার বাইক সহ সুজিত মোদককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বর্তমানে এই ৪ কুখ্যাত বাইক চোর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রয়েছে। শুরু হয় মূল মাস্টারমাইন্ড আরিফ খানকে গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া। সুকৌশলে রবিবার সকাল দশটায় বিশালগড় কড়ুইমুড়া বাজার এলাকা থেকে চোরচক্রের মূল মাস্টারমাইন্ড আরিফ খানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কুখ্যাত বাইক চোর চক্রের মূল পান্ডা গ্রেপ্তার হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে বিশালগড়বাসী। ওসি বাদল চন্দ্র সাহা জানান একটি সংগঠিত চক্র বাইক চুরি করে বাংলাদেশে পাচার করছে।

করিমগঞ্জের কাঁঠালতলিতে দশ লক্ষাধিক টাকার আগর কাঠের চিপস চুরি, হোজাই থেকে গ্রেফতার এক

পাথারকান্দি (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়া থানাধীন কাঁঠালতলি পুলিশ ওয়াচ পোস্ট এলাকা থেকে প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকার আগর কাঠের চিপস চুরিকাণ্ডের তিন দিনের মাথায় হোজাই পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এক চোর। ধৃত আজিজুর রহমানকে পাথারকান্দি থানার ইনচার্জ আশিস মহন্তকে সমঝে দিয়েছে হোজাই থানা কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, কাঁঠালতলি এলাকার বাঘন গ্রামের বাসিন্দা আবুল হোসেনের ছেলে জিয়াব উদ্দিনের ঘরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল গত বুধবার রাতে। ওই রাতে বাড়ির সবাই খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়লে সুযোগ বুঝে চোরের দল জিয়াবদের ঘরে ঢুকে প্রায় দশ লক্ষ টাকার আগর কাঠের চিপস চুরি করে গা ঢাকা দেয়। বৃহস্পতিবার সকালে চুরির ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশে লিখিত অভিযোগ জানান গৃহকর্তা। অভিযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তদন্তে নামে পুলিশ।

এই চুরিকাণ্ডে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে হোজাই জেলার কিছু লোক জড়িত বলে ধরা পড়ে। পরে বিষয়টি রাজ্যের বিভিন্ন থানায় জানানো হয়। এদিকে শুক্রবার বিকেলে নগাঁও জেলার যোগিজান এলাকার বাসিন্দা সমির উদ্দিনের ছেলে আজিজুর রহমান প্রায় ছয় কিলোগ্রাম ফিনিশিং আগর কাঠ বিক্রি করতে গেলে এক ক্রেতার সন্দেহ হয়। সন্দেহের বশে ক্রেতাটি খবর দেন হোজাই থানায়। খবর পেয়ে হোজাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগর কাঠ সমেত আজিজুর রহমানকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে কাঁঠালতলির পুলিশ খবর পেয়ে ধৃত চোরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত জারি রেখেছে। পুলিশের ধারণা, ধৃত চোরের বয়ানের সূত্র ধরে এর সঙ্গে জড়িত অন্যদের পাকড়াও করা সম্ভব হবে।প্রসঙ্গত, কাঁঠালতলি থেকে হোজাই নিয়ে যাওয়ার পথে প্রায় সময় আগর কাঠের চিপস বোঝাই গাড়িতে ডাকাতি ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা সংগঠিত হয়।

উদয়পুরে ফাঁসিতে আত্মঘাতী মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ মে।। গলায় ফাঁস লাগিয়ে মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বদরমোকাম এলাকায়।গত নয়ই মে পারিবারিক কলহের জেরে উদয়পুর পোল্ট্রি রোড বদরমোকাম এলাকার কার্তিক কুমার দে ও উনার স্ত্রী ঝুমা দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, গতকাল বোনের বাড়ি থেকে ঝুমা স্বামীর বাড়ি আসেন। আজ সকালে ঘরের দরজা বন্ধ দেখে নিকট আত্মীয়ের সন্দেহ হওয়ার আর কে পুর থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়েই রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌঁছায়।পুলিশ দেখতে পায় ঝুমা দের ঝুলন্ত মৃতদেহ। পরবর্তী সময়ে ঝুমা দের মৃত দেহ উদয়পুর টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়। ময়নাতদন্তের পর ঝুমা দের নিথর দেহ নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতার বোন বোনকে মেরে ফাসি লাগিয়ে রেখেছে বলে স্বামীর বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের নিকট অভিযোগ করেন। সম্প্রতি আত্মহত্যার ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার জনগনের মধ্যে ভীতি ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

করিমগঞ্জের চুড়াইবাড়িতে ফের নেশাজাতীয় কফ সিরাপ সহ গ্রেফতার এক

বাজারিছড়া (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : পুলিশি অভিযানে ব্যাপক ধরপাকড়ের পরও অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্যসীমান্ত পার করে মাদক পাচারকারীরা নিজেদের কালো সাম্রাজ্যের মৃগয়া অব্যাহত রাখার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। হাত গুটিয়ে বসে নেই পুলিশও। ফলে কয়েকদিনের মধ্যে নেশা সামগ্রী সহ ধরা পড়ছে বেশ কয়েকজন পাচারকারী। গত কয়েদিনের মাদক-বিরোধী অভিযানের মধ্যে শনিবারও অসমের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলির নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ফের নেশার কফ সিরাপ সহ ধরা পড়েছে এক লরি চালক।

আজ রবিবার চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, গতকাল রাতে এনএল ০১ কিউ৩১১৩ নম্বরের একটি ১২ চাকার লরি পশ্চিমবঙ্গ থেকে অসমের বুক দিয়ে ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে চুড়াইবাড়িতে আসে। এখানে আসার পর লরিতে তালিশি চালিয়ে তাঁরা কাপড় ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ভিতর থেকে দুটি কার্টুনে মোট ২০০ শিশি কোডাইন ফসফেট জাতীয় নেশার কফ সিরাপ উদ্ধার করেন। উদ্ধারকৃত কফ সিরাপগুলির কালোবাজারে মূল্যা দু-লক্ষাধিক টাকা হবে। কফ সিরাপগুলি আগরতলায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল ধৃতের।

তিনি জানান, নেশার কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে লরি চালক পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার করবলা গ্রামের বাসিন্দা সফিকুল মিয়াঁ (৪২)-কে আটক করা হয়। পরে প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আইসিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষায় হলিক্রসের নজরকাড়া সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ই মেঃ আইসিএসই বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হয়েছে রবিবার। হলিক্রস স্কুল আগরতলা

সাফল্যের আরো একটি নজির সৃষ্টি করলো। প্রথম দশ জনের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে হলিক্রস স্কুল আগরতলার ছাত্রী আয়ুষ্মা পাল। সে ৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে কৃতি তালিকায় প্রথম স্থান দখল করেছে। অন্যদিকে, আইএসসি মেধা তালিকার প্রথম ১০ জনের মধ্যে পদ্মনাভ চক্রবর্তী ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। অন্যদিকে, আইএসসি কলা বিভাগে প্রথম স্থান দখল করেছে রাজদ্বীপ দাস। সে ৯৪.৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।

নতুননগরে সৃষ্টি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। নতুন নগর তাঁতীপাড়া সৃষ্টি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রবিবার এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জলন করে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিধায়ক ডাক্তার দিলিপ দাস। উপস্থিত ছিলেন সৃষ্টি সামাজিক সংস্থার পদাধিকারিরা। রক্তদান শিবিরে এলাকার বহু রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। শিবিরের উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক ডাক্তার দিলিপ দাস সকলের উদ্দেশ্যে মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি বিভাগীর কর্মচারী কমিটির উদ্যোগে রবিবার কৃষি ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের সম্পাদক তপন দাস সহ অন্যান্যরা। রক্তদান শিবির পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান রাজ্যে বর্তমানে লোক সংখ্যা ৪২ লক্ষের বেশী। ২০২৩-২৩ অর্থ বছরে ৪২ হাজার ৪০০ ইউনিট রক্তদান করা হয়েছে। যা রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম বলে জানান তিনি। এবছর এই সংখ্যাটা আরো বারবে। সবাই বুঝতে পারছে একার পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। তাই সকলকে নিয়ে বাঁচার মানসিকতা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে বলে জানান তিনি।

লালগড়ে হাতির হামলায় আহত এক ব্যক্তি

ঝাড়গ্রাম , ১৪ মে (হি. স.) : জঙ্গল রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি। রবিবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়্গাম জেলার লালগড় রেঞ্জের লালগড় এলাকায়। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে আহত ওই ব্যক্তির নাম শ্রীমন্ত মাহাত (৪৪)। বাড়ি লালগড় এলাকায়।

বনদফতর ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ জঙ্গল রাস্তা দিয়ে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। জঙ্গলের মাঝে হঠাৎ করে তার মোবাইলে ফোন এলে সাইকেল দাঁড় করিয়ে কথা বলছিলেন। সেই সময় একটি হাতি পিছন দিকে তাড়া করে আসছে দেখে সাইকেল ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু বেশি দূর দৌড়াতে না পেরে মাটিতে শুয়ে পড়েন শ্রীমন্ত বাবু। এরপর হাতিটি তাঁর সামনে এলে দুবার লাথি মারার পর কোন নড়চড় না দেখে হাতিটি ফিরে যায়। এরপর জঙ্গলে কাঠ, পাতা সংগ্রহ করতে আসা মানুষজনেরা তাঁকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে লালগড় গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে তার প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রকাশ্যে দিন দুপুরে হাতির তান্ডবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে লালগড়ের জঙ্গলে একটি হাতি রয়েছে। উল্লেখ্য চলতি মাসের ১ মে ঝাড়্গাম ব্লকের শালবনীর পেট্রোল পাম্প এলাকায় লোধাশুলি ঝাড়্গাম রাজ্য সড়কে একটি হাতির মুখোমুখি হয়ে যায় এক বাইক আরোহী। হাতি দেখে বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি বিদ্যুৎতের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে উল্টে গেলে হাতিটি তার বুকের উপর পা দিয়ে চলে যায়। এদিকে পর পর হাতির হানায় আহত ও নিহতের ঘটনা ঘটতে থাকায় উদ্বেগ বাড়ছে বনদফতরের। পাশাপাশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন জঙ্গল লাগুয়া গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ হাতি গুলিকে স্থায়ী ভাবে তাড়ানোর কোনো ব্যাবস্থা গ্রহণ করেনি বনদফতর। যার ফলে প্রায় দিনের হাতির তান্ডব ধান, সবজি সহ অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ভাবে ক্ষয়ক্ষতি করছে হাতির দল। যদিও বনদফতরের দাবি হাতি এলাকায় এলেই মণিটারিং করা হয়। তারপর তাদের মুভমেন্ট দেখে ড্রাইভ করানো হয়। পাশাপাশি মানুষজনকে সচেতন করা হয়। তাসত্ত্বেও মানুষ জঙ্গল পথ এড়িয়ে চলেন না। মানুষ সচেতন না হলে হাতি মানুষের সংঘাত ঠেকানো যাবে না।

ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সচিবের বিরুদ্ধে ফের সরব খেলোয়াড়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সচিবের বিরুদ্ধে ফের সরব খেলোয়াড়রা। অভিযোগ, অবৈধ ভাবে রাজ্যে চলছে ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন। এই সংগঠনের সচিব রূপক দেবরায় রাজ্যের খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে বহিঃরাজ্যের খেলোয়াড়দের খেলাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে কয়েকদিন আগে রূপক দেবরায়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায় খেলোয়াড়রা। ফের রবিবার রাজধানীর উমাকান্ত মাঠে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠন, ক্রীড়াবিদরা বিক্ষোভ দেখান। গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রথম অরজুন পুরস্কার প্রাপ্ত মন্টু দেবনাথ, দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী সহ অন্যরা। এদিন ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের তরফে এই হয় কর্মসূচী। তারা এই স্বাক্ষর ইন্ডিয়ান অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতির কাছে পারথাবেন। পাশাপাশি তারা আবেদন জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এমন স্বাক্ষর অভিযান চলবে।।

ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমিতির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমিতির উদ্যোগে রবিবার আম্বেদকর ভবনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস, প্রাক্তন বিধায়ক রতন ভৌমিক, বিধায়ক নয়ন সরকার এবং রামু দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস এদিন সরকারের সমালোচনা করে বলেন, রাজ্যের বর্তমানে গণতন্ত্রের উপর বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। এবং বিরোধীদের উপর যেভাবে অত্যাচার নামিয়ে আনছে তা উদ্বেগ জনক। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সাংবিধানিক অধিকার মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এগুলি নিয়ে আওয়াজ তুলা যাচ্ছে না। সারাদেশে যেমন এ ধরনের স্বৈরাচারী একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চলছে, তার প্রতিফলন ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে। ২০১৮ সালে মানুষকে বিভিন্নভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিআইটিইউর সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। রবিবার সি আই টি ইউ রাজ্য দপ্তরে এক সভা আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক তপন সেন, রাজ্য সভাপতি মানিক দে, সাধারণ সম্পাদক সংকর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সর্বভারতীয় নেতৃত্ব তপন সেন বক্তব্য রেখে বলেন, সি আই টি ইউ র গত সম্মেলনে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দেশে যত সংকটের পরিস্থিতি কঠিন হচ্ছে এবং বের হওয়ার রাস্তা যত বন্ধ হচ্ছে তত শাসক শ্রেণী মরিয়া হয়ে উঠছে। আর এটাই স্বৈরাচারী ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই এই অবস্থাকে মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে হবে বলে জানান সর্বভারতীয় নেতৃত্ব।

উদয়পুরে দুই নেশা কারবারি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ মে।। রবিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গকুলপুর বাজার থেকে দুই নেশা কারবারিকে আটক করে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আজ সন্ধ্যা আটটা নাগাদ পুলিশের কাছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে টি আর জিরো ওয়ান এল -০৬৪১ নাম্বারের একটি মারুতি ভ্যানে করে দুই যুবক হেরোইন নামক নেশা সামগ্রী নিয়ে আসছে। খবর পেয়ে পুলিশ গকুলপুর বাজারে উৎ পেতে বসে থাকেন। কিছুক্ষণ পর রাত আনুমানিক আটটার সময় গাড়িটি গকুলপুর বাজারে আসামাত্র গাড়িটিতে তল্লাশি শুরু করেন। তল্লাশির সময় পুলিশ দুটি সাবানের কৌটো দেখতে পায়। পুলিশ কৌটো দুটো খুলে দেখেন হেরোইন ভর্তি। সেই সময় দুই আরোহী গাড়ি দেখে নেমে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, পুলিশ তাদের পেছনে ধাওয়া করে আটক করে রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসেন।আগামীকাল তাদের কোর্টে সোপার্দ করা হবে বলে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ জানিয়েছেন। সম্প্রতি নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিয়ে যুব সমাজের অভিভাবকরা আতঙ্কিত। প্রশাসনের নিকট নেশা কারবারিদের বাড়বড়ন্ত বন্ধ করার আবেদন করেছেন।

অবসরপ্রাপ্ত আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক উন্নয়ন সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। সারা ভারত অবসরপ্রাপ্ত আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক উন্নয়ন সমিতির ত্রিপুরা শাখার প্রথম ত্রিবার্ষিক সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সমিতির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গিরিজা শংকর মোহান্তি। উপস্থিত ছিলেন সমিতির ত্রিপুরা শাখার সভাপতি বীরেন্দ্র ত্রিপুরা, সম্পাদক নারায়ণ পোদ্দার সহ অন্যান্যরা। এই আগে করা সম্ভব হয়নি নানান কারনে। সম্মেলনে সাংগঠনিক বিষয়ের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্তদের কি কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে তাও তুলে ধরা হবে। সম্মেলন থেকে পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে বলে জানান সমিতির ত্রিপুরা শাখার সম্পাদক নারায়ণ পোদ্দার।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।